৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২৭ পৌষ – ৪ মাঘ, ১৪৩০ ঃ ১৩ জানুয়ারি – ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 12, 13 January - 19 January, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালী সরবেরিয়ার

আকুঞ্জিপাড়ায় রেশন দুর্নীতির তদন্তে শেখ শাজাহানের বাড়িতে তল্লাশি করতে গেলে হেনস্থা ও রক্তাক্ত হন ইডি আধিকারিকরা। ভাঙচুর করা হয় ইডির গাড়ি।

রবিবার : রাজ্যে রেশন দুর্নীতির পরিমাণ ১০,০০০ কোটি ছাড়াতে

পারে বলে আদালতে দাবি করল ইডি। গ্রেপ্তার করা বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যকে বিশেষ আদালতে হাজির করার সময় এই দাবি করে ইডির কৌসুলি।

সোমবার : দেশে বিপুল গণ্ডগোলের পর প্রধান বিরোধী

দল বিএনপি ভোটে অংশ নেয়নি। বাংলাদেশের ভোটে বিপুল জয় পেয়ে ফের ক্ষমতায় হাসিনার দল আওয়ামী লীগ।

মঙ্গলবার : বিলকিস বানো ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্তদের

জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাট সরকার। সুপ্রীম কোর্ট সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে জানিয়ে দেয় অপরাধীদের স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার কোনো অধিকার নেই।

বুধবার : উচ্চাঙ্গ মার্গসঙ্গীতের বিরল কণ্ঠ রশিদ খান মাত্র ৫৫ বছর

বয়সে পাড়ি দিলেন পরলোকে। দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হলেও তাঁর সঙ্গীত থেমে থাকেনি। শ্রোতারা ছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ। গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে বাংলায়।

বৃহস্পতিবার: সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত

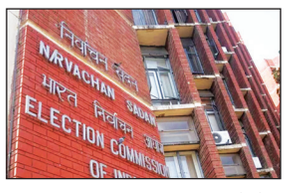

খবরের তথ্য এখন থেকে প্রতিদিন পাঠাতে নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সন্দেশখালীর ঘটনার জন্যই সম্ভবত এত আগে থেকে নজরদারি শুরু হয়েছে।

শুক্রবার : রাজ্যে যখন নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় চলছে

তখন পঞ্চায়েতে ৬৭৩৪টি শূন্য পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এখবর জানান মানস ভুঁইয়া।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতরে ঘর

ওঙ্কার মিত্র

এক প্রখ্যাত সেফলজিস্ট একবার আমাকে বলেছিলেন, ব্রিটিশ আমল থেকেই বাংলা পলিটিক্যাল সায়েন্সের ল্যাবরেটরি। এখানে প্রতি নিয়ত রাজনীতির রিসার্চ চলছে এবং তাতে উঠে আসছে নতুন নতুন মৌল এবং যৌগ। তিনি বছর তিনেক আগে প্রয়াত হয়েছেন কিন্তু আজ তাঁর কথা মিলিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে।

স্বাধীনতার আগে স্বদেশীদের ব্রিটিশ তাড়াও আন্দোলনে আবেগ থাকলেও তা কিন্তু অখণ্ড বাংলাকে রক্ষা করতে পারেনি। এপার-ওপারে ভাগ হয়ে বাংলার ভাই-ভাই, সম্পদ, নদী ভাগ হয়ে গিয়েছে। উল্টে স্বদেশীদের বেশিরভাগ সাহসী অভিযানই ব্যর্থ হয়েছে যার পিছনে রয়েছে দেশীয় ইংরেজদের তল্পি বাহকদের কলকাঠি। তবু স্বাধীনতা এসেছে। দেশভাগ, খাদ্য সংকট, মন্বন্তর পেরিয়ে বাংলা একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে টলমল করতে করতে পার হয়ে গেছে পঁচাত্তরটা বছর। বিধান রায়, রাজনৈতিক ডামাডোল

সিদ্ধার্থ শংকর রায় পেরিয়ে বাংলা তার রাজনীতির ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এসেছিল এক নতুন যৌগ যার নাম বামফ্রন্ট। প্রথম দিকে সাধ কিছুটা মিটে থাকলেও একসময় তা কেমন পানসে হয়ে গেল। সর্বহারা নেতারা সব ধোপদুরস্ত হলেন, ফুলে ফেপে উঠলেন তাদের গাড়ি বাড়ি হলো। এলেন এক নতুন সম্ভাবনাময় মুখ্যমন্ত্রী যিনি ওয়ার্ক কালচার, শিল্পায়ন ফিরিয়ে দিতে ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ শুরু করলেন। কিন্তু ভুলভাল মিশ্রণে তা কেমন বানচাল হয়ে গেল। বরং উঠে এলো এক নতুন সমীকরণের মৌল। নাম তৃণমূল।

অনেক আশা ভরসা নিয়ে শুরু হল নতুন রিসার্চ। আইন আসবে, কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ তার অধিকার পাবে। স্বচ্ছ প্রশাসনের দেখা মিলবে এক কথায় সূচনা হবে নতুন ভোরের। কিন্তু বছর পাঁচেক যেতে না যেতেই ল্যাবরেটরি ধোঁয়ায় ভরে গেল। বোঝা গেল এবারেও মিশ্রণে গণ্ডগোল। আর এই গণ্ডগোলেই বাঙালির ঘাড়ে ঝাঁপাতে শুরু করল ইডি, সিবিআই, এনআইএ এমনকী সিআইডি পর্যন্ত। তবে এখনও পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে যেসব রাসায়নিক উপাদান নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা চলছিল সেগুলো ছিল চেনা। ইদানিং শুরু হয়েছে নতুন এক রিসার্চ।

কয়েক দিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পৈলানে দেখা মিলল এই পরীক্ষা নীরিক্ষার একটি ঝলক। রিসার্চ পেপার পড়ে সত্যি আমরা সাংবাদিককূল হতবাক। একটি সরকার যখন তার পরিষেবা দিতে দেরি করছে তখন তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে নেমে পড়েছে শাসক দলেরই এক সাংসদ। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন সরকারের ব্যর্থতা। তিনি আবার শাসক দলেরই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এ যেন ঘরের ভিতর ঘর, যেখানে পরিকল্পনা চলছে সরকারের ব্যর্থতাকে সামনে আনার। বাংলার রাজনৈতিক ল্যাবরেটরিতে এমন পরীক্ষা কিন্তু আগে হয়নি। সত্যি দম আছে বলতে হবে!

এরপর তিনের পাতায়

সরকার যেখানে ব্যর্থ সাংসদ সেখানে সফল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ জানুয়ারি বাংলার মানুষ এক নজির বিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকলো। সারা রাজ্যের ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার মানুষ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করে যখন হাপিত্যেশ করে বসে আছে। তখন গত ৭ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ১৬৩৮০ জন তার মহান স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ৭৬ হাজার ১২০ জনকে বার্ধক্য ভাতা তুলে দিলেন। এর জন্য প্রায় সাত কোটি ৬১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হল। সাংসদ এদিন পৈলানের সভায় বলেন যে তিনি কথা দিয়েছিলেন তাই তিনি কথা রাখলেন। অনেকে হয়তো ভাবছেন সাংসদ একবার টাকা দিলেন পরের মাসে দেবেন তো। আমাদের মানবিক সরকার আশা করি দু-তিন মাসের মধ্যে বার্ধক্য ভাতা শুরু করবেন। কেন্দ্রের ওপর আমার আস্থা নেই। না হলে আমরাই এই শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প চালিয়ে যাব। এখন প্রশ্ন হল যে ১৬ হাজার ৩৮০ জন বড় মনের স্বেচ্ছাসেবক প্রতিমাসে প্রায় ৫০০০ থেকে ৬০০০ টাকা করে দেবেন তারা কারা। তাদের টাকার উৎস কি এই নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। আবার অনেকে বলছেন অন্যান্য ৪১ টি লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ তাহলে বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন কেন। এরপর তিনের পাতায়

বীরভূমে পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব লক্ষাধিক টাকা

অভীক মিত্র

কেন্দ্রে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে ২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরে পাওয়া টাকার মধ্যে প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা কার্যত হাওয়া। আর এই বিপুল অংকের টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণে স্তব্ধ হয়ে গেছে এলাকার উন্নয়ন! বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের ইন্দাস গ্রামপঞ্চায়েতের একাউন্ট আছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের লাভপুর শাখায় আর সেখান থেকেই গত মে মাসের শেষদিক থেকে জুন মাসের প্রথমদিক পর্যন্ত ১২দিনের মধ্যে ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার ১৩০ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে ৩টি একাউন্টে তাপর্যপূর্ণভাবে ওই অ্যাকাউন্টগুলো ইন্দাশ গ্রামপঞ্চায়েতের পূর্ব নওয়াপাড়া গ্রামের খোকন দাসের তিনি আবার লাভপুরের ওই ব্যাঙ্ক শাখারই অন্তর্গত একটি সিএসপি চালাতেন। আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন কীভাবে এতগুলো টাকা অন্য একজনের একাউন্টে যাওয়া সম্ভব। বিষয়টি গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। গ্রামপঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট গৌরাঙ্গ দাস বলেন, ১২দিনের মধ্যে ৩টি অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয়। ব্যাঙ্ক পাসবুক আপডেট করতে গিয়ে জানতে পারি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ,লাভপুর থানা, লাভপুর ব্লক সহ উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগের পর গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত খোকন দাসকে, বর্তমানে জামিনে ছাড়া পেয়ে বাড়িতেই আছে সে। তবে আপাতত মুখ খুলতে নারাজ খোকন দাস।

এরপর তিনের পাতায়

সন্দেশখালী ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ

ইডি, সিবিআইকে বেঁধে রাখার হুঁশিয়ারি যুব নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিনে ক্যানিংয়ের এক রক্তদান উৎসবের মঞ্চ থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে দালাল আখ্যা দিলেন তৃণমূলের রাজ্য যুবনেতা। পাশাপাশি বিজেপি নেতাদের পরিযায়ী শ্রমিক বললেন। এখানেই ক্ষান্ত থাকেননি তৃণমূলের রাজ্য ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ লাহা। তিনি ইডি এবং সিবিআইকে বেঁধে রাখার হুঁশিয়ারি দিলেন। এছাড়াও তিনি রক্তদান মঞ্চ থেকে মিনাক্ষী মুখার্জীকেও আক্রমণ করেন। মিনাক্ষী মুখার্জীকে নন্দীগ্রামের তৃতীয় সন্তান বলে আখ্যায়িত করেন যুবনেতা। এমনকী তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কৈলাশ বিজয়বর্গীদের নাম ধরে পরিযায়ী আখ্যা দেন। যুব নেতার কথায়, রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রয়্যাল বেঙ্গলের আস্তানা। সেখানে পরিযায়ীরা এসে বাংলার সংস্কৃতিকে নষ্ট করবে সেটা সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না। তারা প্রতিবাদে সরব হবে। প্রয়োজনে ইডি, সিবিআই কিংবা পরিযায়ীদের ধরে নিয়ে ইংরেজ আমলে তৈরি লর্ড ক্যানিংয়ের ঐতিহাসিক বাড়িতে আটকে রেখে প্রতিবাদ

করবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাধারণ মানুষ। তিনি আরো বলেন, ওদিকে তৃণমূলকে গালিগালাজ করছে, আমি কেন অভিজিত গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে মামলা করছি? আমার বাংলার উপর আক্রমণ করছে, স্বামীজির নামে কুরুচিকর মন্তব্য করছে, এমনকী আমার বাবার উপর আক্রমণ করছে! খুব ভালো লেগেছে। যত আক্রমণ করবেন, আমাদের দল ততই শক্তিশালী হবে। দল যদি বলে কোন সিপিএম, বিজেপির দালালকে হাইকোর্টের চেয়ারে বসে থাকতে দেব না।

এরপর তিনের পাতায়

হাইকোর্টে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি পৌরসভা ১৫নং ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি পদ থেকে বৈধভাবে সরানো হয়নি – এমনই দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করলেন সিউড়ি পৌরসভা প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রনব কর। প্রনব কর বলেন, আমি নিজের হাতে লিখে দিইনি টাইপ করা ছিল কিন্তু সইটা আমার। আমার পুরপ্রতিনিধি পদ নিয়ে দ্বন্দ কাটাতে এবং যে পদ্ধতিতে আমার পদ খারিজ করা হয়েছে সেই বিষয়ে জানতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। বর্তমান চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমার এবং সমস্ত কাউন্সিলরের কাছে চিঠি এসেছে আইনের পথে এর উত্তর দেওয়া হবে। বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃণমূলের করুন দশা- ভোটই হল না ভোট লুট হলো সেখানে আবার পদত্যাগ। মানুষ বিজেপির দিকে ঝুঁকছে বিজেপির হাওয়া সেখান থেকে ডাইভার্ট করার জন্য এইসব করছে তৃণমূল। সিউড়ি পৌরসভার আর্থিক দৈন্যদশা এবং সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে ২০২৩ সালের ৩১ জুলাই পুরপ্রধান এবং ১৫ নং ওয়ার্ড পুরপ্রতিনিধি পদ থেকে সিউড়ি সদর মহকুমাশাসকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রনব কর। ৪ আগস্ট সিউড়ি পৌরসভায় এসে পুরপ্রধান ও পুরপ্রতিনিধি পদ থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেন প্রনব কর। ৫ আগস্ট বিওসি (বোর্ড অব কাউন্সিলস) বৈঠক প্রনব করের পুরপ্রধান পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়।

দেশকে বার্তা দিতে ধর্মীয় মোড়কে জমজমাট সাগরমেলা, তবুও সমুদ্রতটের ভাঙনের ক্ষত দগদগে

সাগরদ্বীপ থেকে কুনাল মালিক

পুণ্য স্নানের এখনও দুদিন বাকি। কলকাতার বাবুঘাট থেকে সড়ক পথে এবং শিয়ালদহ থেকে ট্রেন পথে মিনি ইন্ডিয়ার অভিমুখ এখন সাগরদ্বীপের কপিল মুনির সমুদ্রতট। রাস্তার দুধারে বড় বড় কাট আউট ব্যানারে সহাস্য মুখে পুণ্যার্থীদের স্বাগতম জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সঙ্গে ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীদের তৃপ্ত মুখের হাসি। কোথাও হিন্দিতে, কোথাও বাংলায় লেখা। নতুন রাস্তার মোড় থেকে লট নম্বর ৮ হয়ে মুড়িগঙ্গা পেরিয়ে কচুবেড়িয়া হয়ে সাগর দ্বীপের দুদিকের রাস্তায় হিন্দু সনাতনী দেব-দেবীদের মূর্তি-ভাস্কর্য্য শোভা পাচ্ছে। সাগর মেলার মন্দির প্রাঙ্গণে ২ নম্বর রাস্তার শেষে সাগর প্রবচনের মঞ্চ। যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগঠন হিন্দু সনাতনী ধর্মের প্রচার করছেন। ১২ জানুয়ারি দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গীতা প্রচার সমিতি অনুষ্ঠান করছে। হরিনাম সংকীর্তনে বাঙালিদের সঙ্গে অবাঙালিরাও হাত তুলে নাচছেন। ঢাকের তাল বাদ্যেও ঢাকিরা মুখর করে তুলেছে মেলা প্রাঙ্গন। বিগত কয়েক

বছর ধূমধাম করে গঙ্গারতিও হচ্ছে। আছে ইসকনের সাগর সংকীর্তনও। সব মিলিয়ে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় মেলা ধর্মীয় মোড়কে জমজমাট।

অনেকেরই ধারণা সামনেই ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় মেগা রামমন্দির উদ্বোধনের দিন। গোটা বিশ্ব সেই আবেগে থরথর। তখন ঠিক তার প্রাক্কালে মেগা সাগর মেলা করে মমতা ব্যানার্জীর সরকারও বুঝিয়ে দিল গোটা দেশকে 'হাম কিসিসে কম নেহি।' আমরাও সনাতনী হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করি। তাছাড়া সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা দেখে যাক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও হিন্দু ধর্মকে কতটা শ্রদ্ধা করেন। যদিও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রীতির মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁর স্লোগান – ''ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।''

জমজমাট সাগর মেলার পাশাপাশি আর একটি বিষয় হল, মন্দিরের সামনের ২ নম্বর রাস্তার সমুদ্রতটের ভাঙনের ক্ষত দগদগ করছে। মেলার আগে টেন্ডার করে কাজ হলেও ক্ষত পুরো সারে নি। সেচ দপ্তর এখানে হোর্ডিং টাঙিয়ে লিখেছে 'সাবধান', 'খতরা', 'ডেঞ্জার'। অথচ গঙ্গাসাগর মেলায় পৌষ সংক্রান্তির দিন মকর স্নানই পুণ্যার্থীদের কাছে মুখ্য। তাই ২-নম্বর ঘাট বাদ দিয়ে স্নানের ভিড় জমছে ১ এবং ৩ নম্বরে। এর আগের দিন মুড়িগঙ্গার কুয়াশায় আটকে গিয়েছে ভেসেল। অর্থাৎ গঙ্গাসাগরের দুই বাধা কুয়াশা এবং সমুদ্রের ভাঙন বসে নেই প্রশাসনের। অনেকেই বলছেন, প্রকৃতিকে ঠেকায় কার সাধ্যি!

ছবি : অরুণ লোধ

সুন্দরবনের মধুও পেল জিআই ট্যাগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগরের মোয়ার পাশাপাশি সুন্দরবনের মধু জিআই ট্যাগ পাওয়ায় মোয়ার সঙ্গে যুক্তদের ও সুন্দরবনের মৌলেদের অভিনন্দন জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুল মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুন্দরবনের পালকে দুটি নাম উঠে এল। আমি খুশি। এতে সুন্দরবনের মধুর সুনাম বাড়বে। পাশাপাশি মৌলেদের রোজগার ও বাড়বে। কারণ ওরা যেভাবে মৌমাছির কামড় খেয়ে জঙ্গল থেকে মধু নিয়ে আসে তাতে ওদের রোজগার বাড়লে ওদের উপকার হয়। জিআই তকমা সুন্দরবনের মধুর, খুশি মৌলেরা। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে সুন্দরনবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও ২৪ পরগনা বন বিভাগের মৌলেরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করতে যান। জয়নগরের মোয়ার পরে এবার জিআই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পায় সুন্দরবনের মধু। বছরের শুরুতেই জলপাইগুড়ির কালোনুনিয়া চাল, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানের টাঙ্গাইল, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের গরদ এবং কোরিয়াল শাড়ির সঙ্গে জিআই তকমা পেয়েছে সুন্দরবনের মধুও।

চলুন ঘুরে আসি পয়লা মাঘ সিংটি গ্রামে বৈচিত্রময় 'কাঁকড়া' মেলায়

দীপংকর মান্না

বিঘা বিঘা জমিতে আলু-মটর-সরষে। হলুদ ফুলের শোভা। পরাগ মিলনে ব্যস্ত শতশত সাত রঙা প্রজাপতি। ফুড়ুত ফুড়ুত উড়ে বেড়ায় বেনেবউ, বাঁশপাতির দল। একে ওপরকে তাড়া করে সাদা বক - কালো ফিঙে। কোক কোক ডাকে ডাকপাখি। চটা কল পেতে বসে থাকে বিচ্ছু ছেলের দল। আল ডিঙিয়ে কয়েক বিঘা ধান তোলা জমি। পায়ে লাগে নাড়ার খোঁচা। কিছু জমি সদ্য আলু খোলা। পড়ে থাকা গুড়ি আলু পায়ে দেয় সুড়সুড়ি। জমির মাঝ বরাবর ছাঁদ বাঁধ। ছাঁদ বাঁধের একদিকে ভাই খাঁ-র মাজার।পীর পুকুর। আট দশটি মুসলিম ঘর।

হাওড়া হুগলির প্রান্তিক বড় গ্রাম

সিংটি। পয়লা মাঘ এই সিংটির এই কুড়ি-ত্রিশ বিঘা মাঠ জুড়ে বসে জনপ্রিয় 'কাঁকড়া' মেলা। কারোর কাছে 'আলুর দম' মেলা। কারোর কাছে ভাই খাঁ-র জাত।

জনশ্রুতি আছে : প্রায় পাঁচশো বছর আগে আরব দেশ থেকে এক অজ্ঞাত পরিবারের সাত ভাই ও এক বোন কোন কারণে বঙ্গদেশে চলে আসেন। এরা কলকাতা- হাওড়া- হুগলি ও বর্ধমান জেলার কয়েকটি স্থানে বসবাস শুরু করেন। বোন ফাতেমাকে নিয়ে ভাই খাঁ

বাস করতেন হাওড়া উদয়নারায়ণপুরের সিংটি গ্রামে। ভাই খাঁ-র আসল নাম কেউ জানে না। খেলার সাথীরা ভাই ভাই বলে ডাকে। সেই থেকেই ভাই খাঁ। ছোটবেলা থেকেই ভাই খাঁ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগরোধ ও নানা রোগ ব্যধির উপশমে ভাই খাঁ খ্যাতি লাভ করেন। জানা যায় বর্ধমানের মহারাজা একবার ভাই খাঁ-র দ্বারা উপকৃত হন।

সাদা মাঠা ভাই খাঁ-র মাজার। মাজারের দুটি অংশ। একটিতে ভাই খা-র সমাধি। অপরটিতে তার দুই শিষ্য সইফ আলি খাঁ ও গোপাল খাঁ-র সমাধি। পাশেই বোন ফাতেমা বিবির মাজার।

পয়লা মাঘ প্রয়াত হন ভাই খাঁ। লোকশ্রুতি আছে মৃত্যুর আগে নাকি ভাই খাঁ তার শিষ্যদের নিজের মৃত্যুর দিন জানিয়ে দেন। সেই মতো দূর দূরান্ত থেকে শিষ্যরা পৌষ সংক্রান্তির দিন দলে দলে হাজির হন। সেই রাতে শিষ্যদের তিনি মেলা প্রবর্তনের আদেশ দেন। তারপর ভাই খাঁ দেহত্যাগ করেন। সেই থেকে পয়লা মাঘ চালু হয় ভাই খাঁ-র জাত। লোকশ্রুতি যাই থাক। মেলাটি মজাদার। জমজমাট। আকর্ষণীয়। মেলায় মূলত বিক্রি হয় ছিপ, হুইল, কোঁচ, পলো, বিন্তি। দেদার বিক্রি হয় মাছ ধরার ঘুনি, প্যাং, চুনো জাল, টানা জাল, বেড়া জাল, বিন জাল, পাতি ও খেপলা জাল। এরপর তিনের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

বাংলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে সাইকেলে কলকাতা থেকে কামাখ্যার পথে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাংলার বেশ কিছু ঐতিহ্যশালী বিষয়গুলিকে সকলের দরবারে তুলে ধরতে অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছেন সুব্রত বাবু, পুরো নাম সুব্রত রায় চৌধুরী। কলকাতা থেকে সাইকেলে চেপে তিনি কামাখ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। গত জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ থেকে তিনি এই যাত্রা শুরু করেছেন। সাইকেলে চেপেই মাইলের পর মাইল অতিক্রম করছেন তিনি। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি শিলিগুড়িতে পৌঁছান। তাঁকে তার এই অভিনব যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, বাংলার বেশ কিছু ঐতিহ্যশালী বিষয়কে তুলে ধরতেই তার এই অভিনব সাইকেল চড়ে যাত্রা। সাধারণত দিনের বেলা তিনি সাইকেল চালান, রাতের দিকে কোন ধাবা বা লাইন হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে সেখানে বিশ্রাম করেন। পরের দিন সকাল হতেই তিনি তার যাত্রা আবার শুরু করেন। এছাড়া তিনি আরো জানান, তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আসামের কামাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনি সুদূর কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। কবে নাগাদ পৌঁছবেন তিনি? এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সুব্রত বাবু জানান আগামী ১২ তারিখের মধ্যে তার ইচ্ছে আছে কামাখ্যা পৌছানো সেখানে গিয়ে মন্দিরে মায়ের দর্শন করবেন। কুর্নিশ জানাতেই হয় সুব্রত বাবুর এই অভিনব উদ্যোগকে।

সন্ধ্যে নামতেই কুয়াশাচ্ছন্ন শিলিগুড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নতুন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরবঙ্গে জাকিয়ে শীতের প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাহাড় থেকে সমতল সর্বত্রই শীত দুরন্ত ব্যাটিং করছে। সামনে রয়েছে পৌষ সংক্রান্তি, সাধারণত এই সময় ঠান্ডার প্রকোপ যেন আরো বেড়ে যায়। এদিন সেই বিষয় ইঙ্গিত মিলেছে। সকাল থেকেই রোদের দেখা সেরকম ছিল না, রোদের তাপও অনুভূত হয়নি সেই অর্থে।

এদিন সকাল থেকে শিলিগুড়িতে রোদের তেজ সেই অর্থে ছিল না। সকাল থেকেই শিরশিরে উত্তরে হাওয়া। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পর সন্ধ্যা নামতেই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায় আকাশ। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে শিলিগুড়িতে পৌষ সংক্রান্তির আগে ব্যাপক ঠান্ডা পড়বে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে সরস মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ জানুয়ারি বাংলার শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ই-কমার্স অন্যতম রাস্তা। একথা জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রদীপ কুমার মজুমদার। এদিন শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন মেলা ময়দানে ডার্লিং জেলা ষষ্ঠ বর্ষীয় সরস মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার। এর আগে কলকাতার সদস্যমেলায় ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। গত বছর ৮ কোটি টাকার দ্রব্য বিক্রি হয়েছিল। এবার বৃদ্ধি পেয়ে বারো কোটি টাকা হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ও পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব সহ দার্জিলিং ও কোচবিহারের জেলাশাসকগণ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ প্রমুখ। মেলায় ৮৬ টি স্টল রয়েছে।

লেপার্ড প্রজননের ক্ষেত্রে সেরা দার্জিলিং চিড়িয়াখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিং চিড়িয়াখানার সুখ্যাতি রয়েছে। শুধু দেশের নয় বিদেশ থেকেও প্রচুর পর্যটক এসে থাকেন এই দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। কারণ দার্জিলিং চিড়িয়াখানা হল বিভিন্ন জীবজন্তুর সম্ভার। বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু রয়েছে এই দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। এবার এই চিড়িয়াখানার মাথায় সাফল্যের পালক যুক্ত হল। তুষার চিতা কিংবা লেপার্ডের প্রজননের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা চিড়িয়াখানার তকমা পেল দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। গত ৩০ বছরে ৭৭ টি লেপার্ডের জন্ম হয়েছে এই চিড়িয়াখানায় যার মধ্যে গত বছর জন্ম হয়েছে ছটি। এই চিড়িয়াখানা ধারের কাছে নেই অন্য কোন চিড়িয়াখানা। স্বাভাবিকভাবে এই খবর প্রকাশ্যে আসতে খুশি সংশ্লিষ্ট চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন্দেশখালিতে খবর করতে গিয়ে একাধিক সংবাদকর্মীদের আক্রমণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এহেন দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদ জানায় শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব পাশাপাশি সাংবাদিকদের কাজে যারা বাধা দিয়েছেন ও সংবাদকর্মীদের মারধর করছেন তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানায় শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাব।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বেলা ৩টার সময় শিলিগুড়ি বড় পোস্ট অফিসের সামনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক প্রতিবাদ সমাবেশের সংগঠিত হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ জানুয়ারি – ১৯ জানুয়ারি ২০২৪

মেষ রাশি : যে কোনো কাজে হঠকারি সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধান। প্রতারকের থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তান থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাত জনিত রোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী দেবীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : সাহিত্য কবিতা গল্প প্রভৃতি লেখনী শিল্পসত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হস্তশিল্প জাত দ্রব্য তথা সৃষ্টিশীল কর্মে নতুন দিশার সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে ববসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্য হলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুজনরে থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি দরুণ কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিনি ১১ বার 'ওঁ শিব ওম শিব ওম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভ্রমণ আপাতত না রাই শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে শুভ ফল পেতে পারেন।

প্রতিকার : লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফলাফলের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু থেকে সাবধান। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ঠাণ্ডা জনিত রোগে প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

মীন রাশি : হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তান থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং মান-সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

কাজের খবর

২৭ ক্লার্ক ও অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, : ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস রিসার্চ 'রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট' ও 'লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক' পদে ২৭ জন লোক নিচ্ছে। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট: মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে সোশ্যাল সায়েন্সের এম.এ. কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৪টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক: যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য মূল মাইনে: ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনাঃ৭, তঃজাঃ২, ও.বি.সি.২, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু এস. ১)। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স- ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ -৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড- ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস- ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১ ঘন্টা। এরপর ১০০ নম্বরের ৩০ মিনিটের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের পরীক্ষায় থাকবে প্রবন্ধ লেখা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.icssr.org এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিমা সংস্থায় ২৭৪ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা, ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার স্কেল। পদে ২৭৪ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

জেনারেলিস্ট: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

শূন্যপদ : ১৩০টি (জেনাঃ ৬৮, ও.বি.সি. ২৪, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৭, ই ডব্লু এস ১৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৯টি। লিগ্যাল আইন শাখার গ্র্যাজুয়েট বা. পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ ২০টি।

অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং: অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি (বি.ই. বা. বি.টেক) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। **শূন্যপদ:** ২০টি।

ফিনান্স: বি.কম, বা, এম.কম, কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশরাও যোগ্য। **শূন্যপদ:** ৩০টি।

অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং: অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি. টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। **শূন্যপদ:** ২০টি।

অ্যাকচুয়ারিয়াল: স্ট্যাটিস্টিক্স, অঙ্ক বা, অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্সের ডিগ্রি বা, মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগা। **শূন্যপদ:** ২টি। এছাড়াও হিন্দি (রাজভাষা) অফিসার পদে ২২টি আর ডাক্তার পদে ২৮ জন লোক নেওয়া হচ্ছে।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১-১২-২০২৩'র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে২-১২-১৯৯৩ থেকে ১৯১২-২০০২'এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর আর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ৩. বি.সি. হলে ১৩) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ৫০,৯২৫-৯৬,৭৬৫ টাকা। শুরুতে মেট্রো শহরে চাকরি হলে মোট মাইনে মাসে প্রায় ৮৫,০০০ টাকা।

এছাড়াও অন্যান্য ভাতা পাবেন। শূন্যপদের মধ্যে স্পেশালিস্ট ক্যাটেগরিতে ১৪২টি (জেনাঃ ৫৭, ও.বি.সি. ৩৩, তাজাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ১২, ই.ডব্লু এস. ১৪)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৮। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশন, যা আরো ৬ মাস বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে কলকাতা / গ্রেটার কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, আগরতলা, গ্যাংটক, বেরহামপুর, বৌরকেলা, কটক, ভুবনেশ্বর, বাঁচী, জামশেদপুর, ভাগলপুর, গয়া, পটলা, জোড়হাট, শিলচর, ডিব্রুগড, গুয়াহাটি।

এই পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-৩০ নম্বর, (২) রিজনিং এবিলিটি -৩৫ নম্বর, (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ৩৫ নম্বর। সময় থাকবে এক ঘন্টা। সফল হলে মোট শূন্যপদের ১৫ গুণ প্রার্থীকে দ্বিতীয় পার্টের পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। তখন জেনারেলিস্ট পদের বেলায় এই পরীক্ষায় ২৫০ নম্বরের ২৫০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) টেস্ট অফ রিজনিং-৫০ নম্বর, (২) টেস্ট অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-৫০ নম্বর, (৩) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বর, (৪) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ২০ নম্বর, স্পেশালিস্ট' পদের বেলায় অবজেক্টিভ টাইপের এই পরীক্ষায় ২৫০ নম্বরের ২৫০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) টেস্ট অফ রিজনিং -৪০ নম্বর, (২) টেস্ট অফ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড- ৪০ নম্বর, (৩) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বর, (৪) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ - ৪০ নম্বর, (৫) টেস্ট অফ কম্পিউটার নলেজ- ৪০ নম্বর, (৬) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রশ্ন-৫০ নম্বর। এরপর ৩০ নম্বরের ৩০ মিনিটের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ বিষয়ে (প্রবন্ধ লেখা ১০ নম্বর, প্রেসি লেখা ১০ নম্বর, কমপ্রিহেনশন ১০ নম্বর)। মেনস পরীক্ষা হবে কলকাতায়। প্রিলি ও মেনস সব ক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং আছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www.nationalinsurance.nic.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই,ডি, থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (২০-৫০ কে.বি.'র মধ্যে) ও সিগনেচার (১০-২০ কে.বি.'র মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২৫০) টাকা ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার কার্ড, ময়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই.এম.পি.এস., ক্যাশ কার্ড, মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফী ডিটেলস আপলোড করে ও ফটো আর সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

জেনারেল ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনে ৮৫ চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেনারেল ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (স্কোল-I)' পদে ৮৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য। জেনারেল : মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখা গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। এম.বি.এ বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। শূন্যপদ : ১৬টি।

স্ট্যাটিস্টিক্স : স্ট্যাটিস্টিক্স অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। শূন্যপদ : ৬টি।

ইকনমিক্স : ইকনমিক্স বা, ইকোনোমেট্রিক্স বিষয় নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। শূন্যপদ : ২টি।

লিগ্যাল : আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। সিভিল, সাইবার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। শূন্যপদ : ৭টি।

হিউম্যান রিসোর্স : মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। এইচ.আর.এম বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। শূন্যপদ : ৬টি।

ইঞ্জিনিয়ারিং: সিভিল, অ্যারোনটিক্যাল, মেরিন, পেট্রোকেমিক্যাল, মেটালার্জি, মেটেরিওলজিস্ট, রিমোট সেন্সিং, জিওইনফর্মেটিক্স, জিওগ্রাফিক ইনফর্মেশন সিস্টেম-এর ডিগ্রি (বি.ই. বা, বি.টেক.) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: সিভিল ২টি, অ্যারোনটিক্যাল ২টি, মেরিন ১টি, পেট্রোকেমিক্যাল ২টি, মেটালার্জি ২টি, মেটেরিওলজিস্ট ১টি, রিমোট সেন্সিং/ জিও- ইনফর্মেটিক্স, জিওগ্রাফিক ইনফর্মেশন সিস্টেম ১টি।

ইনফর্মেশন টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্স, আই.টি, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৯টি।

অ্যাকচুয়ারি: অঙ্ক বা, স্ট্যাটিস্টিক্স বিষয় নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ইনস্টিটিউট অফ অ্যাকচুয়ারিজ সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া থেকে সপ্তম পেপার পাশ করে থাকতে হবে। শূন্যপদ: ৪টি।

ইনসিওরেন্স: মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। জেনারেল ইনসিওরেন্স, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, লাইফ ইনসিওরেন্স বিষয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে। শূন্যপদ: ১৭টি।

ওপরের সব শাখার বেলায় বয়স হতে হবে ১-১০-২০২৩'র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. 'বা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

মূল মাইনে: ৫০,৯২৫-৯৬,৭৬৫ টাকা। শুরুতে মাইনে পাবেন মাসে প্রায় ৮৫,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারিতে। এই সব কেন্দ্রে: কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচী, মজঃফরপুর, নয়াদিল্লিতে। ১৫০ নম্বরের ১২৩টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: পার্ট-এ: রিজনিং এবিলিটি / ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং- ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। পার্ট- বি: (ক) টেস্ট অফ রিজনিং-২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (২) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ -২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। (৩) টেস্ট অফ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন, (৪) টেস্ট অফ নিউমেরিক্যাল এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার লিটারেসি - ১৫ নম্বরের ১৫টি প্রশ্ন। পার্ট-সি: ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে প্রবন্ধ লেখা, প্রেসি লেখা ও কমপ্রিহেনশন। ৩টি প্রশ্ন থাকবে। মোট ৩০ নম্বর। সফল হলে ইন্টারভিউ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: http://gicofindia.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড রা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

শব্দবার্তা ২৭৯

১		২		৩			৪
৫							
				৬	৭		
৮							
					৯		১০
১১			১২				
					১৩		
১৪							

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। বহু মানুষের সভা ৫। নগর পত্তন ৬। রোজার মাস ৯। অবধি, পর্যন্ত ১১। আত্মনিষ্ঠ ১৩। তিনচাকার যান বিশেষ ১৪। বিদ্রূপে অতি কৃষ্ণকায় ও কুৎসিত লোক।

উপর-নীচ

১। অরাজকতা ২। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন ৩। হাওয়া ৪। মৃত্যুর দেবতা যম ৭। মেয়র ১০। দশ বৎসর স্থায়ী ১১। চটচটে, আঠাযুক্ত ১২। দড়ি।

সমাধান : ২৭৮

পাশাপাশি : ১। প্রাতঃভ্রমণ ৫। সরসিজ ৭। তলব ৯। তর্পণ ১০। কর্তরিকা ১২। অতিমানবিক।

উপর-নীচ : ১। আভাস ৩। তরজমা ৪। মহলওয়ারি ৬। রচনাপদ্ধতি ৮। নাকছাবি ১১। কাগজ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

জোড়া চুরির কিনারা জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জয়নগরে আসার আগেই জয়নগর থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ২৮ নভেম্বরের সন্ধ্যায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ায় বাড়ির সামনে থেকে এক গৃহবধূর হার ছিনতাই করে পালায় একটি মোটর সাইকেলে থাকা দুই ছিনতাইকারী। পুলিশ তদন্তে নামে। তারই মধ্যে আবার ১৩ ডিসেম্বরের দুপুরে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের পাঠ ভবন স্কুলের কাছে দুপুর বেলায় একই ভাবে এক গৃহবধূর হার ছিনতাই করে পালায় মোটরসাইকেলে করে আসা দুই ছিনতাইকারী। এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন।শুরু হয়ে যায় এলাকায় পুলিশ টহলদারি। দুটি পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভির ফুটেজ ধরে গত বৃহস্পতিবার মগরাহাট স্টেশন এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নেতৃত্বে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য ও এস আই তন্ময় দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিম।উদ্ধার হয় ছিনতাই হওয়া হার দুটি।ধৃত দুজন হল মনিরুল ফকির ও আফজল ফকির দুজনেরই বাড়ি মগরাহাট থানার বীরেন্দ্রপুর এলাকায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের রেল পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রেল হকারদের নিয়ে শ্রমিক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিকল্পিতভাবে রেলকে বেসকারিকরণ করে দেওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই অভিযোগ তুলে রেল হকারদের নিয়ে শেওড়াফুলিতে বড় সমাবেশ করে কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন তীব্র করল তৃণমূল সংগঠন আইএনটিটিইউসি রেল হকার্স শ্রমিক ইউনিয়ন। শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশন লাগোয়া ওই আন্দোলন মঞ্চে গত বুধবার শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার নেতা কর্মীরা ভিড় করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাজ্য শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তথা প্রাক্তন সংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রেল বাজেট বন্ধ করে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন বেসরকারিকরণ ও ইজারা দেওয়া শুরু হয়েছে। বেশির ভাগ লাভজনক সংস্থা বেসরকারী হয়েছে। আর দেখা যাচ্ছে আম্বানি ও আদানির হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রেলওয়ে বিরাট নেট ওয়ার্কিং। সবটা চলে যাচ্ছে ওদের হাতে। রেলসহ অন্যান্য সরকারি সংস্থা কোল ইস্পাত সমুদ্রবন্দর। সমস্ত কিছুটা বেসরকারি করনের মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনের অধিকারকে শেষ করে দেওয়ার ছক কষা হচ্ছে। কর্ড লাইনে গুড়াপ, ব্যান্ডেল, সিঙ্গুরে রেল পুলিশ স্টেশনের হকারদের দোকান পাঠ ভেঙে তছনছ করে উচ্ছেদের নামে অত্যাচার করছে। এমনকি ট্রেনে কর্মরত হকারদের উপরেও অত্যোচার চালাচ্ছে রেল পুলিশ। এদিকে শ্রম আইন ২৯টা বাদ দিয়ে সংগঠিত সংস্থাতে ১২ ঘন্টা ডিউটি করানোর আইন খুব শীঘ্রই আসছে।

তিনি আরও বলেন, এবারে জুট মিলগুলির সাথে ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে। যে সমস্ত শ্রমিক ২০ বছর কাজ করছেন তাদের স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম বেসরকারিকরণ ও ইজারা দেওয়া শুরু করেছে। এতে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছেন রেলের সঙ্গে যুক্ত হকাররা। এই সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের বলা হচ্ছে মাসিক ৮ হাজার টাকা দিলেই রেলে ও স্টেশনে হকাররা ব্যবসা করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধ সুর চড়িয়ে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা দাবি করেন, খেটে খাওয়া মানুষকে বাদ দিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদের দেশেও রাজ্যে অসংগঠিত শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি এদিকে কিছু ভুঁইফোড় শ্রমিক সংগঠন অরাজনৈতিক নাম নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ঝামেলা করে শ্রমিকদের ক্ষতি করছেন। এদিন ৩৫ বছর ধরে হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে হকারি করছেন ভাই দাস। তিনি বলেন, রেল পুলিশের অত্যাচারে ও জুলুম বাজির জন্য রুটি রুজি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে আমার পরিবারের ভরণ পোষণ হয়। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও মেয়ে রয়েছেন। তাদের দেখভাল করতে হয়। রেল পুলিশ যদি ক্রমাগত একইভাবে অত্যাচার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে প্রতিবাদ করতে হবে। এদিন শ্রমিক বিক্ষোভ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী। জেলার সভাপতি ও বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, বৈদ্যবাটি পুরসভার পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চ্যাটার্জী প্রমুখরা। উল্লেখ্য, এদিন নাদিম হোসেন মল্লিকের নেতৃত্বে বহু হকার তৃণমূল (হকার) শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করেন।

হুঁশিয়ারি যুব নেতার

প্রথম পাতার পর

যদি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে হয় করব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আন্দোলন করতে হলে আন্দোলন করব, রক্ত দিতে হলে রক্ত দেব, জেলে যেতে হলে জেলে যাবো। কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানকে দালালদের হাতে বিক্রি হতে দেব না। তিনি আরো বলেন মীনাক্ষিকে শুনলে হবে? শতরুপকে জানলে হবে? মহম্মদ সেলিমকে জানলে হবে? বাংলার বুকে রয়েছে মমতা ব্যানার্জী, অভিষেক ব্যানার্জী। তাঁদের জানতে হবে। উল্লেখ্য এদিন রক্তদান শিবিরে প্রায় ৪০০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, বিধায়ক জয়দেব হালদার, জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস সহ বিশিষ্টরা।

গায়েব লক্ষাধিক টাকা

প্রথম পাতার পর

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কিছু বলতে চাননি। বিষয়টি সামনে আসতেই বাতিল করা হয়েছে অভিযুক্ত খোকন দাসের সিএসপিটি। লাভপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শিশুতোষ প্রামাণিক বলেন, উন্নয়নের কাজ শুরু করতে দ্রুত টাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। খোদ পঞ্চায়েতের একাউন্টে গচ্ছিত টাকা যদি ব্যাংক থেকে এভাবে কোন ব্যক্তির একাউন্টে চলে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের টাকার নিরাপত্তা কোথায়? তাছাড়া ১০দিনের বেশি সময় ধরে লাগাতার টাকা ট্রান্সফার হল আর তা পঞ্চায়েতের অজ্ঞাতসারে কিন্তু কীভাবে সম্ভব? বিষয়টা নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তবে যদি পদ্ধতিগত ত্রুটি বা অন্য কোনো ভুলে টাকা চলে যায় তাহলে সে দায় তাহলে কার? কীভাবে সম্ভব টাকা পুনরুদ্ধার? উন্নয়নের খাতের টাকা ফের কি ফিরবে পঞ্চায়েতে? শুরু হবে উন্নয়নের কাজ? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নগুলো উঠছেই!

তার ভিতরে ঘর

প্রথম পাতার পর

তবে এই ঘরের ভিতর ঘর গড়ে উঠল কিভাবে তার বিশ্লেষণ করলে একটু সামগ্রিক বাংলার তৃণমূল শাসনের দিকে তাকাতে হবে। যে সাংসদ তার সরকারকেই হেনস্তা করতে নেমে পড়েছেন সেই সরকারের সর্বময় নেত্রী কিন্তু বাংলাকে একটি সার্বভৌম রাজ্য হিসাবে তুলে ধরতে সদা ব্যস্ত যারা ভারতবর্ষের ফেডারেল স্ট্রাকচারের কথা খুব ভালো ভাবে জানেন না তারা ভাবতেই পারেন পশ্চিমবঙ্গ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র যার নিজের সঙ্গীত আছে, নিজের তৈরি প্রকল্প আছে, নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব আছে, যে দেশ নয় বিশ্ব বাংলা হয়ে বিশ্বের সাথে মিশতে চায় এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকেও নিজের নামে চালাতে চায়। অর্থাৎ এখানেও সেই ঘরের ভিতর নতুন এক ঘর তৈরির চেষ্টা। যেন সেই পরম্পরা বজায় রেখে এবার এক সাংসদও নেমে পড়েছেন আর এক নতুন ঘর গড়ার প্রচেষ্টায় যার নাম ডায়মন্ড হারবার। এই ঘরের ভিতর ঘর তার ভিতরে ঘর তৈরি পরীক্ষা বাংলার রাজনৈতিক ল্যাবরেটরির টেস্ট টিউবে নতুন কোনও সম্ভাবনার জন্ম দেবে কিনা তা বোঝা যাবে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে।

সরকার যেখানে ব্যর্থ সাংসদ সেখানে সফল

প্রথম পাতার পর

তবে এই ঘরের ভিতর ঘর গড়ে উঠল কিভাবে তার বিশ্লেষণ করলে একটু সামগ্রিক বাংলার তৃণমূল শাসনের দিকে তাকাতে হবে। যে সাংসদ তার সরকারকেই হেনস্তা করতে নেমে পড়েছেন সেই সরকারের সর্বময় নেত্রী কিন্তু বাংলাকে একটি সার্বভৌম রাজ্য হিসাবে তুলে ধরতে সদা ব্যস্ত যারা ভারতবর্ষের ফেডারেল স্ট্রাকচারের কথা খুব ভালো ভাবে জানেন না তারা ভাবতেই পারেন পশ্চিমবঙ্গ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র যার নিজের সঙ্গীত আছে, নিজের তৈরি প্রকল্প আছে, নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব আছে, যে দেশ নয় বিশ্ব বাংলা হয়ে বিশ্বের সাথে মিশতে চায় এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিকেও নিজের নামে চালাতে চায়। অর্থাৎ এখানেও সেই ঘরের ভিতর নতুন এক ঘর তৈরির চেষ্টা। যেন সেই পরম্পরা বজায় রেখে এবার এক সাংসদও নেমে পড়েছেন আর এক নতুন ঘর গড়ার প্রচেষ্টায় যার নাম ডায়মন্ড হারবার। এই ঘরের ভিতর ঘর তার ভিতরে ঘর তৈরি পরীক্ষা বাংলার রাজনৈতিক ল্যাবরেটরির টেস্ট টিউবে নতুন কোনও সম্ভাবনার জন্ম দেবে কিনা তা বোঝা যাবে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে। আবার অনেকে বলছেন অন্যান্য ৪১ টি লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ তাহলে বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন কেন। সেইসব কেন্দ্রেও কি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হবে। এ যেন ঘরের মধ্যে আরেক ঘর। নবান্ন থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার পরিচালনা করছেন। তিনি সারা রাজ্যে যখন বার্ধক্য ভাতা প্রদান করতে ব্যর্থ তখন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর কেন্দ্রে বার্ধক্য ভাতা দিয়ে দিলেন। সরকারের পাশাপাশি সাংসদ যেন সমান্তরাল এক সরকার চালাচ্ছেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এ ব্যাপারে সরব হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই আয়কর দপ্তরের তদন্ত ও ফৌজদারী বিভাগের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর সুনিতা বাইশলার কাছে একটি চিঠি দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করতে বলেছেন। তিনি সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন এসব প্রাইভেট টাকা কয়লা, ডিয়ার লটারি চুরির টাকা। বিজেপি শিবির দাবি করছে চুরির টাকা বিলি করা হচ্ছে ভোট কেনার জন্য। যদি রাজ্য সরকার দু–তিন মাসের মধ্যে বার্ধক্য ভাতা শুরু না করে তাহলে বছরে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্পে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এত বিপুল সংখ্যক টাকা কোথা থেকে আসবে বা টাকার উৎস কোথায় তা নিয়েও জনমনে কৌতুহল তৈরি হয়েছে। আবার সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ওই দিনের সভায় বলেছেন তার কেন্দ্রে প্রায় ৬৬ হাজার ১০০ দিনের কাজে টাকা না পাওয়া লোক আছে, তাদের জন্যও তিনি দু তিন মাসের মধ্যে ভেবে দেখবেন। তৃণমূল শিবির থেকে বলা হচ্ছে, অভিষেকের মানবতা ও জনপ্রিয়তা বিজেপির সহ্য হচ্ছে না তাই কুৎসা রটনা করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনা

ক্যানিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিংয়ে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৪ টি দোকান পুড়ে ছারখার হল।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের মাতলা নদী সংলগ্ন পুরাতন ডকঘাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন আচমকা আগুনের ফুলকি দেখতে পায় পথচলিত সাধারণ মানুষ। তারা চিৎকার চেঁচামেচি করলে ঘটনাস্থলে প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়।তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বালতি করে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। পাশাপাশি তারা ক্যানিং থানার পুলিশ ও দমকলকে খবর দেয়। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘটনার খবর পেয়ে দৌড়ে আসেন মাতলা ১ পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রদীপ দাস,সোনাই মোল্লা সহ অন্যান্যরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় দমকল কর্মীরা ও স্থানীয়রা। প্রায় ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও ততক্ষণে ২ টি দোকান পুড়ে যায় এবং ২ টি দোকান আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে ঠিক কিভাবে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ ও দমকল। যদিও সুত্রের খবর একটি গ্যাসের দোকান থেকে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে।

বিছে'র কামড়ে গুরুতর জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিছের কামড়ে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরীগঞ্জ এলাকায়। জখম যুবক মাসুদ সেখ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে মেরীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা ওই যুবক এদিন রাতে খাওয়া–দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছিলেন। গভীর রাতে আচমকা মাথার যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যায়।চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে।চিৎকারে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় সেই সময় একটি বড় বিছেকে পালিয়ে যেতে দেখে। মুহূর্তে বিছেকে মেরে ফেলেন।পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় মাসুদকে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ওই যুবক আশঙ্কাজনক।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পৌর প্রতিষ্ঠানের নলকূপ বিক্রীর নমুনা দেখে টালীগঞ্জবাসী হতবাক।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সম্প্রতি টালিগঞ্জ এলাকায় পুরানো নলকূপ তোলা নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং বহু জায়গার স্থানীয় অধিবাসীরা বাধা দিলে নলকূপ উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।

সংবাদে প্রকাশ কলকাতা পৌর সভার ৯৮, ৯৯ এবং ১০০ নং ওয়ার্ডের অধিবাসীরা লক্ষ্য করেন কতিপয় ব্যক্তি নলকূপগুলি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তারা দুষ্কৃতকারী ভেবে উক্ত ব্যক্তিদের বাধা দেয় কিন্তু পরে জানা যায় উক্ত ব্যক্তিগণ জনৈক কন্ট্রাক্টরের নিয়োজিত ব্যক্তি। কিছুদিন আগে পৌর দপ্তর 'Negotiation Tender' মারফৎ প্রতিটি নলকূপ মাত্র ১৪৪ টাকা হারে বিক্রি দর ঠিক করে। এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং স্থানীয় এম. এল. এ শ্রীপঙ্কজ ব্যানার্জ্জির দৃষ্টিতে ঘটনাটি তুলে ধরলে নলকূপ উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় শত খানেক নলকূপ ও পাইপ কন্ট্রাক্টরের গুদামে আশ্রয় লাভ করেছে বলে প্রকাশ। স্থানীয় ব্যক্তিদের অভিযোগ সামান্য অর্থব্যয়ে যে যন্ত্রাংশ পুনরায় কার্য্যকরী করা যায়, পৌর কর্তৃপক্ষ সে পথে না গিয়ে গড়পরতা ৩৫০ ফুট গভীর নলকূপগুলি, যার এক একটি পুরানো মূল্য কম করেও হাজার টাকা, তা নাম মাত্র দামে বিক্রি করে পৌর দপ্তরের অর্থ ভাণ্ডারকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন। পৌর দপ্তরের এইসব কাণ্ড দেখে শুধু টালিগঞ্জবাসী নয় সমস্ত পৌরবাসী বিস্ময়ে হতবাক্।

৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ১২ই জানুয়ারী, ১৯৭৪, ২৮শে পৌষ, ১৩৮০, শনিবার।

চলুন সিংটি গ্রামে বৈচিত্রময়

প্রথম পাতার পর

পাওয়া যায় ঝুড়ি, ঝাঁকা, চুপড়ি, টুকরি, বাজরা, নামা, কুলো, পিছা, টোকরা, চ্যাঙারি। চোখ রাখলে পাওয়া যায় লুপ্ত প্রায় তালপাতার চেটা, চ্যাটাই, পেখে। বিক্রি হয় লোহার হাতা, খুন্তি, দা, নিড়েন, কোদাল, দাউলি, ইত্যাদি। বড় বড় জিলিপি মেলার বড় পাওনা। এই সবকে ছাপিয়ে মেলায় বিক্রি হয় ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁকড়া। রাশি রাশি কাঁকড়া। পেটি পেটি কাঁকড়া। আরে বাবা! 'কেঁকো পোকা' (গ্রাম্য কাঁকড়ার বাচ্চা) বা চিতি কাঁকড়া নয়। এ সবই সামুদ্রিক কাঁকড়া। ক্যানিং, রায়দিঘি, এবং সুন্দরবন থেকে আসে এই সব ইয়া বড় বড় কাঁকড়ার দল।

কোনটা দু'শো– পাঁচশো। কোনটা এক কেজি – দেড় কেজি। এমনকী ২ কেজি ওজনের কাঁকড়াও দেখা যায় আকর্ষণীয় এই কাঁকড়া মেলায়। লোভনীয় এই কাঁকড়ার দাম কম নয়। যত শ তত দাম। কাঁকড়া কেনার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বড় মাপের কাঁকড়া এলে হয় নীলাভ। কাঁকড়া কেনার ও তাকে তৃপ্তি করে খাওয়া এই মেলার ঐতিহ্য। কাঁকড়া চাই। তাই মেলা অধিক জনপ্রিয় 'কাঁকড়া' মেলা নামে। কাঁকড়ার পাশাপাশি এই মেলায় বিক্রি হয় ডাবা ডাবা আলুর দম। হাঁড়ি হাঁড়ি আলুর দম। তেল ঝাল থাক বা না থাক, মেলাপ্রেমীদের মুড়ি আলুর দম চাই–ই–চাই। একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে মাঠে মাদুর পেতে, কেউ বা চাটাই পেতে খদ্দের আপ্যায়ন করেন। এখানে আলুর দম বিক্রি হয় কেজি দরে। তাই কেউ বলে 'আলুর দম' মেলা। হিন্দু মুসলিমের মিলনক্ষেত্র, বলা ভালো সম্প্রীতির এই মেলা শুরু হয় পয়লা মাঘ ভোর থেকেই। মেলা চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। একদিনের মেলায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি, হাওড়াতো বটেই বাংলার বৃহত্তম মেলা বলা যেতে পারে। হাওড়া বা কলকাতা থেকে আমতা বা রাজাপুর। রাজাপুরের কাছেই সিংটি মোড়। এখান থেকেই শোনা যায় মেলার হাঁকডাক। কাঁকড়ার কড়কড়ানি। আলুর দমের গন্ধ।

সামগ্রিক উন্নয়ণের সম্মুখ সারিতে ৩৮ হাজার নারী বাহিনী

বাগনান, হাওড়া

অভিজিৎ হাজরা : মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বাগনান ১ নং ব্লকের বাঙালপুর 'মহিলা বিকাশ' সংগঠনের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তিন দিনের ২৬ তম বার্ষিক সম্মেলন, একদিনের শিশু ও কিশোর উৎসব এবং দুই দিনের সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলন মোট ৬ দিনের অনুষ্ঠান বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কো – অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কনসিউমার কো – অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ও বাগনান গ্রামীণ মহিলা সম্মিলনের আয়োজনে মহিলা বিকাশ ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল।

এই 'মহিলা বিকাশ' সংগঠন গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে জানা যায়,১৯৯৬ সালের শীতকালীন ফিস্টি করব বলেই মাধুরী ঘোষের ডাকে শতাধিক মহিলা মিলিত হয়েছিলেন দামোদর নদের চরে। খাওয়া – দাওয়ার সঙ্গে স্বনির্ভর দলের ভবিষ্যৎ ভাবনা নিয়েও বেশ কিছু কথা হয়েছিল সেইদিন। ১৯৯৬ সালেই আনরেজিস্টার্ড 'ডোকরা' গ্রাম সমন্বয় সমিতি গঠন করেন। পরের বছর থেকে তো স্বনির্ভর দলের ভবিষ্যৎ ভাবনা মুখ্য হয়ে গেল। একদিনের ফিস্টিটা পরিবর্তিত হল কয়েক দিনের সম্মেলনে।

নারী কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির ফাঁক ফোকর গলে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা গুলিতে আকাঙ্খিত নারীশিক্ষা, নারী স্বাবলম্বীতা, নারী পুরুষের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার বহুলাংশেই অধরা। সাধারণ পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলিতে পিত্রালয়ে, শ্বশুরালয়ে বিপুলসংখ্যক কন্যা ও বধূরা অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়েই চলেছে। সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায় ও মর্যাদা অধরাই থেকে গেছে তাদের কাছে। বাগনান ১ নং ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকায় গান্ধী ভাবানুসারি মাধুরী ঘোষ ও তার সমাদর্শনুসারি গোপাল চন্দ্র ঘোষের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বাঙালপুর 'মহিলা বিকাশ', বাগনান ১ 'মহিলা বিকাশ কো–অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড', বাগনান ১ মহিলা বিকাশ কনসিউমার কো –অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড', আঁধারের পথে 'আলোর দিশারী' হয়ে উঠেছে। বাগনান ১ নং ব্লকের বাকসী,কল্যাণপুর,সাবসিট,

বাইনান,খালোড়, বাগনান ১, বাগনান ২, বাঙালপুর,হাটুড়িয়া ১, হাটুড়িয়া ২ এই দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৮৮৭ টি স্বনির্ভর দল ও ১৭১ টি গ্রাম সংসদ সমন্বয় সমিতি গঠন করেছেন। 'মহিলা বিকাশ' সংগঠন প্রায় ৩৭ হাজার মহিলার মিলন ক্ষেত্র, নারী মুক্তির ও নারী উন্নয়নের পূর্ণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

'মহিলা বিকাশ'–এর কর্মকাণ্ডের অভাবনীয় সাফল্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রশংসা পেয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আধিকারিকবৃন্দরা এখানে আসেন সোসাইটি গুলির কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তো বটেই এমনকী বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ফ্রান্স, পোলান্ড, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ থেকে প্রতিনিধিরা এখানে নিয়মিত আসেন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয়,সারা ভারতবর্ষের গ্রামোন্নয়ন তথা নারী মুক্তি ও নারী স্বশক্তিকরণ মহাযজ্ঞের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান বাঙালপুর 'মহিলা বিকাশ'। এই 'মহিলা বিকাশ' সংগঠনের লক্ষ্য কৃষি ও গ্রামীণ কুটির শিল্পের উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ সুরক্ষা, সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন চর্চা, দেশ সেবা, নিরঅহংকার,আত্ম নিবেদন,আত্ম বলিদান, নীরব কর্মীর ভূমিকা পালন,কবিগুরুর পল্লী ভাবনা ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের শিক্ষা। এই 'মহিলা বিকাশ' সংগঠন পরিচালিত গ্রুপ গুলির সদস্যা সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩৭ হাজার। এই বিশাল সংখ্যক পিছিয়ে পড়া মহিলাদের রুজি – রোজগার, সামাজিক মর্যাদা অর্জন ও সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সদস্যাদের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ পৌঁছেছে ৫১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকায়। সমিতিতে প্রত্যক্ষ নিয়োগ ১৪৩ জনের মতো। তাঁরা বেতন পান না।তারা স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন গ্রামোন্নয়নে মহিলাদের উৎসাহিত ও সাহায্য এবং সর্বপরি তাদের পাশে থাকার জন্য। অন্যান্য সদস্যরা পাচ্ছেন উৎপাদন ব্যয়ের শ্রম মূল্য ও বৎসরের শেষে সমিতির লভ্যাংশ থেকে ডিভিডেন্ড।

'মহিলা বিকাশ'–র প্রতিষ্ঠাত্রী মাধুরী ঘোষ ব্যক্তিগত ভাবে ও ওনার সংগঠন নানা স্থান থেকে বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। রাজ্য সমবায় দপ্তর সেরা মহিলা সমবায় নির্বাচন করেছেন বহুবার। ২০১৩,২০১৫,২০১৭,২০১৯ সালে। ২০১৮ সালে ন্যাশনাল কো –অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন দিয়েছেন 'এ্যাওয়াড অফ এক্সেলেন্স'। গডফ্রে ফিলিপস ব্রেভারি কর্তৃপক্ষ জাতীয়স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ২০১৩ সালে মাধুরী ঘোষকে 'আমোদিনী' পুরস্কারে সম্মানিত করেন। তাজবেঙ্গল হোটেলের ক্রীষ্টাল হলে মানপত্র, শাল, মেডেল এবং ১ লক্ষ টাকা দিয়ে মাধুরী ঘোষকে সম্মান জানান মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত, অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর, রুপা গাঙ্গুলি।২০১৭ সালে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সমবায় মেলায় বাগনান ১ 'মহিলা বিকাশ' কো –অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডকে মহিলা ক্রেডিট কো –অপারেটিভ সোসাইটি বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তর কতৃক 'সমবায় রত্ন' পুরস্কারে ভূষিত করেন। পুরস্কার প্রদান করেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও বহিঃ দেশের, স্থানীয় স্তরে ও জেলা স্তরে অনেক সম্মান ও সম্বর্ধনা পেয়েছেন মাধুরী ঘোষ ব্যক্তিগত ভাবে।

স্নেহ, মমতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও অক্লান্ত শ্রম দিয়ে হাজার হাজার অবহেলিত মহিলাদের পৌঁছে দিয়েছেন স্বনির্ভতার শীর্ষে। ৩৭ হাজার নারীকে সাংসারিক জীবনে অর্থ কষ্টের অন্ধকারের গহ্বর থেকে তুলে, তাদের মুখে পরিবারের সবার মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন। তাদের শিক্ষা ও সম্মানের অধিকারী করছেন। জীবনধারণের প্রথম চাহিদা হাতে কলমে নিত্যদিনের পরিচালনায় পুরণ করছেন – মাধুরী ঘোষ ও গোপাল চন্দ্র ঘোষ।

৫২ হাজার গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠনের ৩ দিন ব্যাপী ২৬তম বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীতা মণ্ডল, উপপ্রধান সেখ আশিক রহমান, বাগনান ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পঞ্চানন দাস, পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির অধিকর্তা প্রশান্ত রক্ষিত, সমাজসেবী মদন ঘোষ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. তপতী ভদ্র, আমতা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, পরিবেশবিদ ও সমাজকর্মী ডাঃ সৌরেন্দুশেখর বিশ্বাস, সমাজসেবী তপন ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠান ডালিতে ছিল, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, নারী শক্তি ও মহিলা বিকাশ সম্মাননা প্রদান, ড. মানব সেন মেমোরিয়াল সেল্ফ স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে এবং মহিলা বিকাশের ব্যবস্থাপনায় সারাদিনের শিশু ও কিশোর উৎসব, 'লিখতে পড়তে শেখান' ও 'সাহিত্য সেবক' পত্রিকার উদ্যোগে এবং 'মহিলা বিকাশ'এর ব্যবস্থাপনায় সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলন। তিন দিনের মহিলা বিকাশের সম্মেলন উপলক্ষে মহিলা বিকাশ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। মেলায় আলিপুর বার্তা, দেশলোক সহ বহু পত্রিকা স্টল দেয়।

সংগঠন সূত্রে জানা যায়, এই মহিলা বিকাশ সংগঠনে যুক্ত ৩৮ হাজার মহিলাদের মধ্যে সকলেই গ্রামীণ এলাকায় থাকেন। এদের মধ্যে অষ্টাশি শতাংশ মহিলা মাধ্যমিক স্তরের গন্ডিই পার হয়নি। তবে মহিলা বিকাশ কো –অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ও মহিলা বিকাশ কনসিউমার কো –অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের মাধ্যমে ও সহযোগিতা স্বনির্ভর হয়েছেন ৩০ হাজার মহিলা। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এইসব মহিলারা বিভিন্ন কাজ করে থাকেন। মাসে আয় করেন কমপক্ষে ৫ হাজার টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা। এই সব মহিলারা একটি সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা করেন। বর্তমানে সমবায় সমিতির মূলধন ৫৫ কোটি টাকা। এই সমবায় ব্যাঙ্ক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে পুরস্কৃত হয়েছে। মহিলা বিকাশের প্রতিষ্ঠাত্রী ৩৮ হাজার মহিলার মা মাধুরী ঘোষ গুরুতর অসুস্থ থাকায় সম্মেলনে উপস্থিত না থাকায় তার ৩৮ হাজার কন্যাদের চোখের জল বাঁধ মানে নি।

সমিতির প্রকল্প আধিকারিক বিপ্লব ঘোষ জানান, বাগনান ১ নং ব্লকের আয়তন ৮৬.৩৩ বর্গকিলোমিটার, মোট গ্রামের সংখ্যা ৯২, জনসংখ্যা ২,২১,৫০০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,১৩,৮৬৯ জন, মহিলা ১,০৭,৬৩১ জন, পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪৯,০০০। এই পরিবার গুলির ১,০৭,৬৩১ মহিলাদের মধ্যে অবশ্যই বৃদ্ধা ও নাবালিকা রয়েছে। এদের বাদ দিলে বাগনান ১ নং ব্লকের শারীরিক ভাবে সক্ষম প্রায় অর্ধেক প্রায় ৩৮ হাজার মহিলা বিভিন্নভাবে মহিলা বিকাশ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজ নিজ পরিবারের আর্থিক সহযোগিতা দিতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতি মূলত কৃষিকাজ এবং পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। এই কৃষি কাজের জন্য বাড়ির পুরুষেরাও নিযুক্ত থাকেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ১৩ জানুয়ারি – ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪

নেতাজি নিয়ে বিজেপির অনীহা কেন

স্থায়ী অকংগ্রেসী সরকার হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যে দিল্লির মসনদে বসে নানা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কিছু পদক্ষেপ যা পূর্ববর্তীকালে অকল্পনীয় ছিল।

এত কিছুর পরেও গুজরাট ভূমিপুত্র ভাবধারা থেকে এখনো মুক্ত নয় কেন্দ্র এমন অভিযোগ প্রায়শই ওঠে। গান্ধী থেকে বল্লভভাই প্যাটেল এনামের ব্যাপারে বর্তমান নেতৃত্ব যতটা যত্নশীল ততটা নেতাজি সুভাষ বসু সম্পর্কে নয়। যদিও মোদীজী ক্ষমতায় এসে নির্বাচিত কয়েকশো গোপনীয় নেতাজি সম্পর্কিত ফাইল প্রকাশ করে বলেছিলেন যে সত্যকে শ্বাসরুদ্ধ করা হবে না। দেশবাসী আশান্বিত হয়েছিল যখন নেতাজিকে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলে আজাদহিন্দ দিবসে একবার লালকেল্লা থেকে ঘোষণা করেন। যদিও সরকারিভাবে তা স্বীকার হয়নি আজও। আন্দামানে গিয়ে তিনটি দ্বীপের নাম যথাক্রমে নেতাজি দ্বীপ, শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ রেখে অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করাতে চাইলেন। দিল্লির রাজপথকে কর্তব্য পথে রূপান্তরিত করে সেখানে নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন যা দশকের পর দশক কংগ্রেস শাসন করলেও এই টুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন নেতাজির প্রতি করতে পারেনি।

দেশের সংবিধানের অশোকস্তম্ভের তলায় লেখা সত্যমেব জয়তে অর্থাৎ সত্যের জয় হবে। নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকে ইউপিএ সরকার 'অসম্পূর্ণ রিপোর্ট' আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই মনমোহন সিং কথিত 'অসম্পূর্ণ' মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকে সম্পূর্ণ করার জন্য মোদী সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ কেন? কেন নেতাজি অনুরাগীদের দীর্ঘদিনের দাবি নেতাজির জন্মদিনে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার তা মোদী সরকার অগ্রাহ্য করছে? এতে কি গান্ধীজীর মহিমা কোন ক্ষুন্ন হবে?

২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় নব নির্মিত রাম মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে, জ্বালানো হবে রামজ্যোতি। ধর্ম, রাজনীতি, প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ওই দিন। রাম মন্দিরের তলায় যে সব পুরাতাত্ত্বিক নানা উপাদান পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি অযোধ্যার রামকথা সংগ্রহালয়ে রক্ষিত। ওখানেই গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজি নামে সন্ন্যাসী যাঁকে অনেকে নেতাজি মনে করেন তাঁর ব্যবহার্য জিনিসপত্রের যে গ্যালারি আদালতের নির্দেশে গড়া হয়েছে তার দ্বার কবে উন্মুক্ত হবে তা আজও দেশবাসীর কাছে অজানা। মোদীজী কিংবা যোগীজী ও তাঁর দল নিজভূমে পরবাসী দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর গ্যালারি উন্মোচনে দ্বিধাগ্রস্ত কেন?

সামনে লোকসভা নির্বাচন। ইতিহাসের স্বার্থে জাতীয়তাবাদী, রাষ্ট্রবাদী দলের দাবি, ভারতীয় জনতাপার্টি প্রমান করুক তাঁরা নেতাজি সত্য উদঘাটনের পক্ষে। নেতাজি ও আজাদ হিন্দের প্রতি যে অবিচার হয়েছে তার প্রতিকার করতে বিজেপি আন্তরিক তা প্রমাণ করুক তারা। বাংলার দলীয় কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে দায় এড়াতে পারেন না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

ব্রহ্মার যে ঐ স্মৃতি তার কারণ পরম ব্রহ্ম। পরম ব্রহ্মই একমাত্র আছেন; কারণ এবং কার্য্য, যা প্রকৃতি বা মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই কারণ-কার্য্যের সারূপ্য গ্রহণ ক'রে পরমব্রহ্ম চিদাকাশে অবস্থান করেন এইজ্ঞান লাভ করলে মুক্তি হয়। যেহেতু পূর্বস্মৃতিতে কারণ ও কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তাই পূর্বস্মৃতিতে চিন্ময় এবং অপরিচ্ছিন্ন বলা যায়। এই কারণে বলা হয়েছে দৃশ্য জগৎ প্রকৃতই উদ্ভূত হয় না। পরাত্মস্বরূপ চিদাকাশে একমাত্র চিদাকাশই প্রকাশিত হয়। লীলা বললেন, হে দেবি! আপনি আমার যে দিব্য জ্ঞানদৃষ্টি দান করলেন, তা অতি পরম। এখন আমি সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতির গৃহ দেখতে চাই। আপনি আমায় সেই গিরিগ্রামে নিয়ে চলুন। বাগদেবী বললেন- লীলা! তুমি প্রথমে সমাধি নিমগ্ন হয়ে স্থূলদেহ অতিক্রম করে চিন্ময়ী দৃষ্টিসম্পন্ন হও। স্থূলদেহের দৃষ্টিতে চিদাকাশে বিদ্যমান সৃষ্টি রহস্য প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে বিমূর্ত জগৎ মূর্তরূপে দেখা যায়। অজ্ঞানবশে লোকে জগৎকে ভূতসর্বস্ব দেখে, তার মূল কারণ ধারণা করতে পারে না; স্বর্ণের স্বর্ণত্ব না দেখে অলঙ্কারই দ্রষ্টব্য হয়, ব্রহ্মই যে সমস্ত কিছুর মধ্যে একমাত্র সত্ত্বা, অজ্ঞানদৃষ্টিতে সেই জ্ঞান থাকে না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হলে, এই জগৎ যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়, সেই জ্ঞান উপলব্ধ হবে না, তাবৎ সৃষ্টির কোন জ্ঞানও বোধগম্য হবে না। এমনকি নিজ জন্মের কারণ যে সঙ্কল্প, তা ও যখন স্থূল দেহের দৃষ্টিতে দেখা যায় না, তখন অপরের শরীরগত সঙ্কল্পময় নগর কি ভাবে দেখা যাবে? জ্ঞান দৃষ্টি লাভ করলে সবই ব্রহ্মময়, এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়ে যায়। সুতরাং সমাধিবলে স্থূল শরীর অতিক্রম করে চিদ-দৃষ্টি অবলম্বন করতে হয়, তাহলে প্রকৃত সত্য জ্ঞানগম্য হবে। লীলা বললেন, মাতা।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

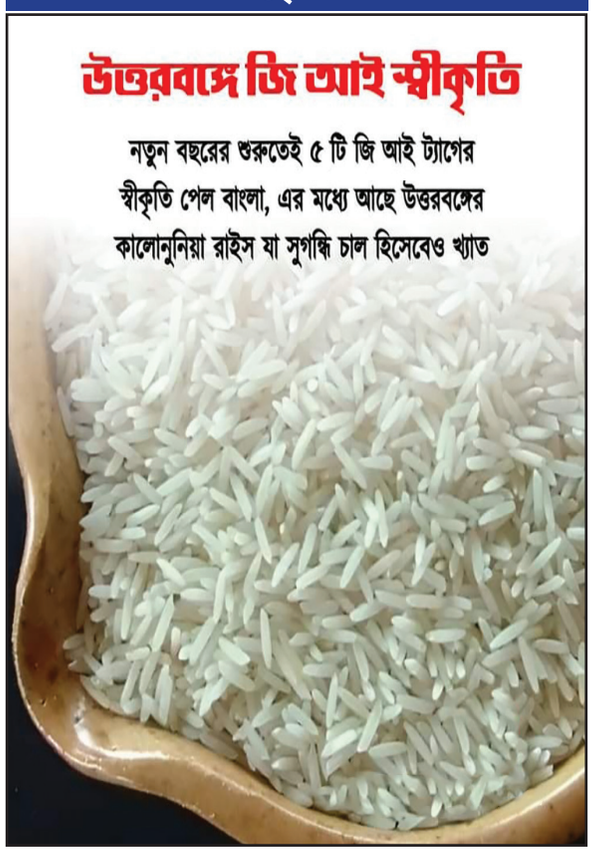

সত্যপথের দিশারী ঠাকুর স্বামীজী

নির্মল গোস্বামী

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একবার অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলেছিলেন যে 'এক দিন মা'কে আমার সবকিছু অর্পন করলুম। মাকে বললুম, মা এই নাও আমার ভাল-মন্দ, এই নাও আমার পাপ-পুণ্য, এই নাও আমার জ্ঞান-অজ্ঞান, এই নাও আমার সুখ-দুঃখ, এই নাও আমার ইহকাল-পরকাল, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলুম না এই নাও আমার সত্য-মিথ্যা। কে যেন মুখ চেপে ধরল।'

ঠাকুর সবকিছু মা ভবতারিণীকে দিয়ে শুধুমাত্র সত্যটুকু নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাঁর জীবন সাধনা 'সত্য'কে নিয়েই।

আমরা জানি সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। অর্থাৎ সত্যই হল শিব, সত্যই হল সুন্দর। আর এই সত্য সুন্দরের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। তাই ঠাকুর তাঁর ভক্ত কুলকে বার্তা দিলেন যে কলিযুগের সাধনা হচ্ছে সত্যের সাধনা।

এর আগে মানব সমাজ আরো তিনটি যুগ অতিক্রম করে এসেছে। সত্য ক্রেতা এবং দ্বাপর। এই যুগগুলিতে সত্যের এত ব্যাপক অভাব দেখা দেয়নি। মানুষের জীবন-সমাজ-রাষ্ট্রে সর্বত্রই সত্যের স্বাভাবিক প্রকাশ দেখা যেত। মানুষ জীবনযাপন করত, সত্যকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করত সত্যকে সামনে রেখে, রাজা রাজ্যশাসন করত সত্যের পথে। রাষ্ট্র যদি সত্যের পথে চলে অর্থাৎ প্রজা কল্যাণই তার মূল লক্ষ্য হয়, সমাজ যদি সত্যকে মেনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় অর্থাৎ সমাজ বিধি হবে মানবিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তাহলে ব্যক্তি জীবন হবে সত্য নির্ভর অর্থাৎ সেখানে কোন মিথ্যা বা ছলনার স্থান থাকবে না। রাষ্ট্র সমাজ এবং ব্যক্তি এই তিন স্তরেই যদি সত্য চালিকা শক্তি হয় তাহলে কারো সঙ্গে কোনো সংঘাতের বাতাবরণ থাকে না। কোথাও বঞ্চনার অভিযোগ থাকার কথাও নয়। সত্যের স্বাভাবিক পথে জীবন সুন্দর সৃষ্টিশীলতায় নিমগ্ন হবে।

তবে কি আমাদের পূর্ববতী তিন যুগে কোথাও মিথ্যার ঠাঁই ছিল না, এই প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। ছিল অবশ্যই ছিল। হিংসা ছিল, মিথ্যা ছিল, ছলনাও ছিল।আমাদের পুরাণ মহাকাব্যে এমন ঘটনার অভাব নেই। তবে সেটা যুগের মুখ্য ধারা ছিল না। ছিল ব্যতিক্রমী রূপে। তবে সেই মিথ্যা চালিকা শক্তি হিসাবে দেখা দেয় নি। যখনই মাথা তুলেছে তখনই তাকে ধ্বংস করা হয়েছে।

কলিযুগে মিথ্যাই যুগের চালিকা শক্তি হিসাবে দেখা দিল। সত্য লজ্জায় মুখ লুকালো। অনেক কষ্টসাধ্য সাধনা করে তবে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কলির যত সাধক তাঁদের কষ্ট করে সত্যের সাধনায় রত থাকতে হয়েছে।

ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন যে কলিকেতার মানুষজন সব কীটের মতো পাঁকে কিলবিল করছে। তাদের সত্যের পথে প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর দক্ষিণেশ্বর আসা। জীবনের সার সত্যকে ভুলে ভোগের পাঁকে যারা নিমর্জ্জিত তাঁদের টেনে তুলতে হবে, মানে সত্যের পথ দেখাতে হবে। জীবনের সত্য এক জিনিস আবার সত্য জীবন আর এক জিনিস। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় দুটি পৃথক বস্তু। কিন্তু গভীরভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে জীবনের সত্য যদি একবার নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে জীবন নিজে থেকেই সত্যের পথে চলতে থাকে। অর্থাৎ সত্যের জীবন শুরু হয়। ঠাকুর স্বামীজীকে জীবনের সার সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সত্যের পরিচয় করালেন এবং তাঁর জীবনের কী সত্য তাও স্থির করে দিলেন।' তুই বটবৃক্ষের মতো হবি। কত পাপী তাপী জন তোর ছায়ায় দু'দণ্ড বসে শীতল হবে।' নরেন থেকে বিবেকানন্দের উত্তরণের একটাই দিক নির্দেশ– তাহল সত্যকে ধরে থাকা, সত্যকে ধরে পথ চলা। সত্য সাধনায় পুষ্টমনের শক্তি অমিত। স্বামীজী ভারতবাসীকে সত্যের সাধনায় ব্রতী করতে চাইলেন। আর জগৎবাসীকে সত্য জ্ঞানের দিশা দিলেন বেদান্তজ্ঞান তার নাম। ঠাকুর তার ভক্তদের বলেন নি যে সন্ন্যাসী না হলে ঈশ্বর লাভ হবে না। বরং উল্টোটাই বলেছেন। বলছেন, সংসারে থেকেও ঈশ্বর লাভ হয়। খুঁটি ধরে থাক। এক হাতে ঈশ্বরকে ধর অন্য হাতে সংসার প্রতিপালন কর। এই ঈশ্বরকে ধরা মানে সত্য পথে চলতে হবে। ঠাকুর দু'রকমের সংসারের কথা বলেছেন. বিদ্যার সংসার আর অ-বিদ্যার সংসার। সত্যচারী আর মিথ্যাচারী। সংসারে থেকে সত্যের পথে তাকে পরিচালনা করা। আর সংসারি লোক এই অজুহাতে সত্যের থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া।

স্বামীজী এই সত্যের কাছাকাছি যারা আছে তাদের খুব সহজেই চিনতে পেরেছিলেন। যারা জীবনের বহুক্ষেত্রে সত্যের পথে চলে তারা হল আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষ। চাষি, মজুর, কুলী, কাহার, ছুতোর, কুমার, জেলে ও নাপিত। এরা এই অসত্যের রমরমার যুগেও সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এটা তাদের গর্ব। তাই তিনি বললেন নতুন ভারত বের হবে এই সব মানুষজনের হাত ধরে। তাই এদের শিক্ষা চাই। শিক্ষাকে যেতে হবে চাষির কাছে। তিনি বলেন নি যে নতুন ভারত গড়ে উঠবে নবযুগের নেতাদের মাধ্যমে বা শিল্পপতিদের কিংবা ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। তিনি বলেন নি শিক্ষক –অধ্যাপক বা বুদ্ধিজীবীদের হাত ধরে। কারণ এরা সকলেই ওই চালকলা বাঁধার বিদ্যায় ভূষিত হয়ে জীবনের রসদের ছাঁদা বাঁধতেই ব্যস্ত বা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তিনি বলেন নি রাজা মহারাজারা নতুন ভারত গড়বেন। তিনি বললেন শুদ্র জাগরণের কথা। কারণ এদের কাছেই সত্যের প্রদীপ এখনও জ্বলে। সেই আগুনে দাবানল জ্বালাতে হবে তবেই মিথ্যার আবর্জনা-জঞ্জাল পুড়ে ছাই হবে। আর সেই ছাই থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলবে নতুন ভারত।

অতি সম্প্রতি অতিবৃষ্টিতে বাংলার কৃষককুল ক্ষতিগ্রস্ত হল। হাজার হাজার টাকার ফসল নষ্ট হল। তিনদিনে চারজন বাংলার কৃষক আত্মহত্যা করল। কারণ দেনা শোধ করার মতো পরিস্থিতি আর ছিল না। ঋণশোধ করা যে জীবনের এক সত্য ব্যাপার এটা ওই চাষিরা মনে প্রাণে মেনে চলত। তাই তারা আত্মহত্যা করল। এমন ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। অপর পক্ষে ভারতের ব্যবসায়ীরা বড় বড় শিল্পপতিরা দেশের কাছে ঋণ নিয়ে শোধ না করার ফন্দি ফিকির খোঁজে। কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে যায়। এরা সত্যের পথে চলে না। যে ব্যবসায়ী তেলে, দুধে, খাদ্যে ভেজাল দেয় তারা সত্যের পথে চলে না। যে নেতারা জেলে দিন কাটাচ্ছে তারা সত্যের পথে চলে না। রাজনীতি লোক ঠকানোর সব চেয়ে বড় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আর দুষিত রাজনীতির বিষ বাষ্পে ছেয়ে যাচ্ছে সমাজ সংসার।

এর থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই সত্যের সাধনা। সত্যের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সাধনার পথ আপনা আপনি খুলে যাবে। অসত্যের পথে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থে দেবতার মন্দির নির্মাণ করলে দেবতার কাছে যাওয়া যায় না। সত্যের পথে জীবন চালনা করলে দেবতা দুয়ারে এসে ধরা দেবে। তাই যুগ প্রয়োজনে সত্য জ্ঞান, সত্য ধ্যান, সত্যে অবস্থানের কথা নানাভাবে, নানা আঙ্গিকে প্রচার করলেন ঠাকুর আর স্বামীজী।

দেশ দেশান্তরে

মুখোমুখি দিল্লি–লন্ডন

সুমন্ত ভৌমিক

প্রায় দুই দশক পর ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লন্ডন সফরে গিয়েছেন। এর আগে ২০০২ সালে লন্ডনে গিয়েছিলেন তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ। এবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বহুবার লন্ডন সফরের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও না কোনও কারণে তা সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার লন্ডনে পা রেখেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্র্যান্ট শ্যাপসের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজনাথ। নানা বিষয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সহযোগিতার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে তাদের মধ্যে। দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক ক্যাডেট বিনিময় কর্মসূচী নিয়ে 'মউ' স্বাক্ষরিত হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। এছাড়া প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণা ক্ষেত্রের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা-র সঙ্গে ব্রিটেনের ডিফেন্স সায়েন্স টেকনোলজি ল্যাবরেটরি-র মধ্যেও একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। নিরাপত্তা, আর্থিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষার মতো নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে। আগামীদিনে প্রতিরক্ষা

ক্ষেত্রে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যে আরও মজবুত হবে তা নিয়ে আশাবাদী ভারত ও লন্ডন। এদিন ব্রিটিশ বিদেশ সচিব ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি। এই বিষয় নিয়ে রাজনাথ জানান, দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে লন্ডনের বিদেশ সচিবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের মেজাজকে নজরে রেখেই কৌশলী পদক্ষেপ নিচ্ছে নয়াদিল্লি। আমেরিকা ও পশ্চিমের দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক আদানপ্রদান বাড়িয়ে লালফৌজের উপর চাপ বজায় রাখছে মোদির সরকার। যে কারণে রাজনাথ সিংয়ের এই সফরে জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষা বিষয়ে।

পর্যটক পাঠান, চিনের কাছে আবেদন মলদ্বীপের

নতুন বছরের শুরুতে লাক্ষাদ্বীপ সফরে গিয়ে সেই ছবি পোস্ট করে সকল পর্যটকদের ভারতের দ্বীপগুলিতে ঘুরতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এখান থেকেই শুরু হয় বিতর্কের সূত্রপাত।মলদ্বীপের সরকার মনে করছে ভারত তাদের পর্যটনের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী সহ ভারতীয় নাগরিকদের কুরুচিকর আক্রমণ করে বসেন মুইজ্জু সরকারের তিন মন্ত্রীমালশা শরিফ, মারিয়াম শিউনা এবং আদুল্লা মাহজুম। সেই নিয়ে বিতর্কের মুখে পরেন মলদ্বীপের সরকার। অবস্থা সামাল দিতে তিন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে ওই দেশের সরকার। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। 'বয়কট মলদ্বীপ' নিয়ে পুরো সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড শুরু হয়ে যায়। কয়েক লাখ পর্যটক মলদ্বীপের বুকিং বাতিল করেন সেই মুহূর্তে।

এবার ফের চিনের দ্বারস্থ হতে হল মলদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু।এই রকম পরিস্থিতিতে চিনকে পর্যটক পাঠানোর আবেদন জানালেন মুইজ্জু। তিনি নাকি চিনপন্থী। অতীতে এমন দাবি উঠেছে অনেক বার। পাঁচ দিনের চিন সফরে গিয়েছেন মুইজ্জু। ফুজিয়ান প্রদেশে বিজনেস ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে চিনকে মলদ্বীপের 'ঘনিষ্ঠ মিত্র' বলে উল্লেখ করেন তিনি। আর বলেন, চিন মলদ্বীপের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং উন্নয়নের সহযোগী।জিনপিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পেরও প্রশংসা করেন তিনি। সাথে এই প্রকল্পই মলদ্বীপের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো তৈরি করে ফেলেছে বলে দাবি করেন। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পোস্ট করা রিডআউট অনুযায়ী মলদ্বীপের রাষ্ট্রপতি বলেন, কোভিডের আগে মলদ্বীপে সবচেয়ে বেশি আসতেন চিনা পর্যটকরাই। চিন যেন আমাদের দেশে আরও বেশি করে পর্যটক পাঠায়। শুধু এখানেই শেষ নয়, মলদ্বীপ চিনের সঙ্গে জোট বেঁধে পর্যটন অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন মুইজ্জু।

ভারত সফরে আসতে চাইছেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। সেই প্রস্তাব দিল্লিতে পাঠিয়েছে মলদ্বীপ সরকার। তবে এবার দিল্লি সেই প্রস্তাবে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এতবছর ধরে চলে আসছিল যে মলদ্বীপে যেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না কেন, তার প্রথম বিদেশ সফর ভারতেই হয়ে থাকে। তবে মুইজ্জু মলদ্বীপের গদিতে বসার পর প্রথমে তুরস্ক এবং তার পরে আরব সফরে গিয়েছিলেন। এখন চিন সফর করছেন।

২০২৩ সালে মলদ্বীপের পর্যটন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, সর্বাধিক পর্যটক গিয়েছে ভারত থেকেই। সংখ্যাটা কম নয়, ২,০৯,১৯৮। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া, তাদের পর্যটক সংখ্যা ২,০৯,১৪৬। তৃতীয় স্থানে রয়েছে চিন,তাদের পর্যটক সংখ্যা১,৮৭,১১৮। তবে দেখা গেছে কোভিডের আগে প্রতি বছরই প্রায় ২.৮০ লক্ষ চিনা পর্যটক ভিড় করতেন মলদ্বীপে। কিন্তু দেশীয় পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে তারা। এই পরিস্থিতিতে মুইজ্জুর আর্জি কতটা কাজে দেবে তা সময়ই বলবে।

বছর শুরু হল দরিদ্র মানুষের সেবায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইংরাজি বছর ২০২৪ এর প্রথম দিনটি অসহায় দরিদ্র মানুষের সেবায় অতিবাহিত করল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট।

গত ১ জানুয়ারি বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় বাগডিহা গ্রামের মাহালি পাড়ায় বহু সহৃদয় মানুষের দান করা বস্ত্র তুলে দেওয়া হল আদিবাসী দরিদ্র মানুষের হাতে। মাহালি পাড়ার চাতালে মাদুর চাটাইয়ের উপর যখন বিপুল বস্ত্র সম্ভার খোলা হল তখন সেখানে ভিড় জমালেন কচি কাঁচা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা। সকলের হাতে মাপ অনুযায়ী তুলে দেওয়া হল জামা, প্যান্ট, শাড়ি, ধুতি, কামিজ, চুড়িদার এমনকী চাদর সোয়েটারও। সঙ্গে দেওয়া হল পুষ্টিকর পানীয়। বছরের প্রথম দিনে এমন উপহার পেয়ে সকলের মুখে ফুটে উঠল অপার আনন্দ।

সকলের সঙ্গে এই আনন্দ ভাগ করে নিতে সেদিন বাগডিহায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের কিউরেটর ড. দীপক বড়পন্ডা, আধিকারিক সৌমেন গাঙ্গুলি, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, সমাজসেবী কমল দাস, ছাতনার আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্য ঝর্ণা মণ্ডল ও অসিত মণ্ডল। প্রণববাবু যারা বস্ত্রদান করে সাহায্য করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দরিদ্র মানুষের সেবার মাধ্যমে বছর শুরু করতে পারায় প্রত্যেকে ধন্য। এভাবেই এদের পাশে চিরকাল থাকবেন বলেও জানান সকলে। দরিদ্র গ্রামবাসীরাও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

হুমকি সেচ আধিকারিককে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেচ দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ১১ দফা দাবিতে সোমবার মহম্মদবাজার সেচ আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল মহম্মদবাজার মণ্ডল বিজেপি। বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র অপশাসন চলছে পশ্চিমবঙ্গে। ৪ মাস পর যখন বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠা হবে তখন আধিকারিককে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার

বীরভূম

হুমকি দেন শ্যামসুন্দর গড়াই। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্র কনভেনার উত্তমকুমার রজক বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য সেচ আধিকারিক একমাস সময় দিয়েছেন, তারপর জানাবেন বলেছেন। সেচ আধিকারিক মসিদুল রহমান বলেন, ১১ দফা দাবিতে বিজেপি স্মারকলিপি দিয়েছে। দাবিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাঠকের কলমে

প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তারদের লাগামছাড়া ফি কেন?

চারিদিকে প্রাইভেট চেম্বারগুলিতে ডাক্তারদের ফি ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে।ডাক্তারদের এই লাগামছাড়া ফি বৃদ্ধির ধাক্কায় নাভিশ্বাস অবস্থা মুমূর্ষু মানুষগুলির। গ্রামবাংলার শহরগুলিতে প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তারদের ফি অর্থাৎ ভিজিট এই মুহূর্তে ৩০০-৫০০ টাকা। কোথাও কোথাও নানান কৌশলে এই ফি-ই কখনো-সখনো আরও বেশি নেওয়া হচ্ছে। প্রকাশ্যেই এই জুলুমবাজি ছাপোষা মুমূর্ষু মানুষজনকে মুখ বুঁজে মেনে নিতে হচ্ছে। রাজ্যে নির্বাচিত সরকার আছে, প্রশাসন আছে, জনপ্রতিনিধিদের দায়দায়িত্ব আছে, নেতা আছে, আমলা আছে। তা সত্বেও ছাপোষা-হতভাগাদের ব্যথার কথা বোঝার মতো মানুষের দেখা নেই। বাজারে জিনিসপত্রের মূল্যের ওপর নজরদারির জন্য সরকারিভাবে টাস্কফোর্স রয়েছে। আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তারদের ফি নির্ধারণের মাপকাঠিটা ঠিক করে দেওয়ার মতো কোনও সরকারি নির্দেশ থাকবে না কেন? বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিং হোমগুলিতে পরিষেবা সহ প্যাথলজি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার ফি ধার্য্য করা হয় কোন নিয়মের ভিত্তিতে? নজরদারি করে কারা? সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা সকলেই কি প্রাইভেট চেম্বারে মর্জিমাফিক ফি নিয়ে রোগী দেখতে পারেন? এমনই সব প্রশ্ন ওঠা কি অবান্তর? অনেক জায়গায় দেখা যায় সরকারি হাসপাতালে মোটা মাইনের চাকরি করেও সেই ডাক্তারই বিভিন্ন জায়গায় প্রাইভেট চেম্বারে লাগামছাড়া ফি নিয়েই প্রচুর সংখ্যক রোগী দেখছেন। নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স না নিয়েও এভাবে রোগী দেখা যায় কি? বর্ধমান শহরে ডাক্তারদের ফি বেশ চড়া। আমাদের জেলার কাটোয়া এবং কালনাতেও চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারের পাশাপাশি প্যাথলজি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার সহ ওষুধপত্র কেনাবেচার বিরাট কারবার চলছে। কাটোয়া শহরে একাধিক চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার ফি ৪০০ টাকা। তবে এই ফি নেওয়ার পরিবর্তে কোনও রোগীকে বিল কিংবা রসিদ কিন্তু দেওয়া হয় না। সবটাই হয় অলিখিতভাবে। অর্থের বিনিময়ে জিনিসপত্র কেনাবেচা হলে পরিষেবার লেনদেনে যদি বিল কিংবা রসিদের চল থাকে তাহলে ডাক্তারের ক্ষেত্রে লুকোচুরি কেন? আসলে চিকিৎসা পরিষেবামূলক ব্যবস্থাকে ঘিরে সর্বত্র কোটি কোটি টাকার কারবার চলছে এবং সমাজের একটা বিরাট অংশও প্রতিনিয়ত ফুলেফেঁপে উঠছেন। সরকার প্রশাসনের কাছে কাতর অনুরোধ প্রাইভেটে চিকিৎসা ব্যবস্থার সর্বস্তরে পরিষেবার জন্য সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ঠিক করে দেওয়া হোক। তাহলে বিশেষ প্রয়োজনে ছাপোষা মানুষগুলি সরকারি হাসপাতালের বাইরেও ন্যায্যমূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে। যদিও কোনও কোনও চিকিৎসক আজও মানুষের কাছে দেবদূত রূপে গণ্য হন। তবে সেই দেবদূতের সংখ্যাটা নিতান্তই কম।

সৌমিত্র সরকার
কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

টুকিটাকি

দিনক্ষণ : বার্ষিক গতির নিয়ম মেনে ২০২৪'র ১৫ জানুয়ারী সোমবার বাংলা। ১৪৩০'র ২৯ পৌষ মকর সংক্রান্তির শুক্ল পক্ষের চতুর্থ তিথিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমার সাগর ব্লকের সুন্দরবন পুলিশ জেলায় অনুষ্ঠিত হবে মকর স্নান। উল্লেখ্য কুম্ভের মত গঙ্গা সাগরের স্নান পর্বে শাহী স্নানের কোনও তিথি নেই। এখানে স্নান একদিন। এবার সূর্যোদয় থেকে বেলা ১২.৫২ মিনিট পর্যন্ত স্নানের অমৃতযোগ।

দায়ভার : দেশের একাধিক তীর্থক্ষেত্র গুলির মধ্যে গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্রটি একমাত্র মূল ভূখন্ডের বাইরে। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে ২৩টি জীবন্ত শিশুকে জলে বিসর্জনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তীর্থক্ষেত্রটি জনসমক্ষে আসে। এরপর মেলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি। তারপর তীর্থ যাত্রীদের আরো পরিষেবা দিতে মেলার ভার নেয় জেলা ইউনিয়ন বোর্ড। অবশেষে মেলার গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার সরাসরি মেলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

কেন এত আকুতি : সংক্রান্তি শব্দের অর্থ মাসের শেষ দিন। বার মাসে এক বছর। সেই হিসাবে বারটি সংক্রান্তি আছে। তাহলে মকর সংক্রান্তির দিন স্নানের বিশেষত্ব কী? এই পৌষ সংক্রান্তির দিন সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে। এদিন গঙ্গা ও সাগরের মিলন স্থলে বা সঙ্গমে ডুব দিলে জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই মুক্তি লাভের বিশ্বাস থেকে মকর সংক্রান্তির দিন স্নানের আকুলতা।

তীর্থ কর : ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানের সময় প্রথমে তীর্থ যাত্রী পিছু 'দুই' আনা কর আদায় করা হত। তারপর তা বাড়িয়ে চার আনা করা হয়। রাজ্য সরকার দায়িত্ব নিয়ে তীর্থ কর ধার্য করে মাথা পিছু দুই টাকা। পরে তা বেড়ে হয় পাঁচ টাকা। তবে সাধু ও শিশুদের তীর্থ কর দিতে হত না। তীর্থ কর আদায় নিয়ে অভিযোগের পাল্লা ভারী হচ্ছিল। অবশেষে ২০০৮ সালে রাজ্য সরকার তীর্থ কর প্রত্যাহার করে।

প্রতিবেদক : গোবিন্দ চক্রবর্তী

সাগরের পথে দুর্ঘটনা : গঙ্গাসাগর মেলা সূচনা হয়ে গেছে। আসতে শুরু করেছেন পুণ্যার্থীরা। এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার সকালে পথ দূর্ঘটনা ঘটে গেল গঙ্গাসাগর রোডে। ঘন কুয়াশার কারনে এদিন সকালে গঙ্গা সাগর রোডের বামনখালির বইচবাড়ি এলাকায় বাস ও ম্যাজিক গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বাসটি গঙ্গাসাগর থেকে কচুবেড়িয়ার দিকে আসছিল ও ম্যাজিক গাড়িটি যাত্রী নিয়ে গঙ্গাসাগরের দিকে যাচ্ছিল। ম্যাজিক গাড়ির চালক ও দুজন যাত্রী আহত হন।

সাধুদের শীতবস্ত্র প্রদান : গঙ্গাসাগর মেলার আগেই গত বুধবার সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ে জড়ো হয়েছিলেন শতাধিক সাধুসন্ত। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস তাঁদের আমন্ত্রণ করেন। ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন বিধায়ক কার্য্যালয়ে সাধুসন্ত'রা হাজীর হন। সেখানে ১৩০ জন সাধুর হাতে শীতের কম্বল আর হাতখরচ বাবদ আর্থিক প্রণামী তুলে দেন বিধায়ক। গঙ্গাসাগর তীর্থে যাওয়ার আগে বিধায়কের কাছ থেকে শীতের কম্বল ও প্রণামী পেয়ে খুশি সাধুসন্তরা।

সাগরে রাজ্যপাল : গত বুধবার আকাশপথে রাজ্যপাল সস্ত্রীক এসে পৌঁছোন গঙ্গাসাগরে। সঙ্গমে স্নান সেরে পুজো দেন কপিলমুনি মন্দিরে। ঘুরে দেখেন মেলাপ্রাঙ্গন। গঙ্গাসাগর মেলার ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রশংসা করেন তিনি। বলেন, গঙ্গা নদী ভারতের প্রাণ। সিনেমার কোটেশন দিয়ে বলেন, 'ভারত এমন একটি দেশ, জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়।'

রাম মন্দির বিজেপির গিমিক : মমতা জগন্নাথ মন্দির করলে সব ঠিক :দিলীপ

অরিজিৎ মন্ডল,গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগরে এসে মমতা অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনকে বিজেপির গিমিক বলে কটাক্ষ করেন। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঙ্গাসাগর সফর শেষ হতেই মঙ্গলবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছান মেদিনীপুরের সাংসদ তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গত বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টায় গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে

নামখানা নারায়ণপুর ফেরিঘাট থেকে যাত্রা শুরু করেন বিজেপির মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। দুপুর দেড়টা নাগাদ তিনি সাগর বেণুবন ফেরিঘাটে পৌঁছান। তারপর বিকেল ৪ টে নাগাদ গঙ্গাসাগরে স্বচ্ছ ভারত সেবাদল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন। এরপর পরিদর্শন করেন বহুমুখী গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ক্যাম্প। গঙ্গাসাগরে আগত পূর্ণ্যার্থীদের মঙ্গল কামনায় একটি যজ্ঞ করেন দিলীপবাবু। এরপর গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন। রাতে গঙ্গাসাগরেই থাকেন।

গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করতে এসে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা একাধিকবার শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। জয়নগরে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে গিয়ে রাম মন্দির প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২৪ শের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাম মন্দির উদ্বোধন করছে বিজেপি। এটা গিমিক । এই গিমিক প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, রাম মন্দির করলে 'গিমিক' আর জগন্নাথ মন্দির করলে ঠিক আছে। তিনি আরো বলেন, রাম মন্দির ওনার ইচ্ছায় হচ্ছে না, ভগবান শ্রী রাম–এর ইচ্ছায় হচ্ছে। ৫০০ বছরের লড়াইয়ের পর অবশেষে রাম জন্মভূমিতে হচ্ছে রাম মন্দির। গোটা দেশবাসী

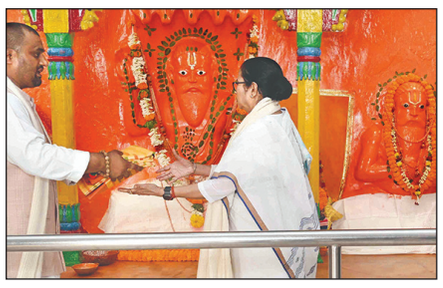

আনন্দিত। যিনি ভগবান শ্রীরাম কে মানে না, তার ব্যবস্থা ভগবান শ্রীরাম করবেন।

আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দির উদ্বোধন করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এটা দেশবাসীর জন্য গর্ব। আর গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা বারবার বলছেন সেই অভিযোগের পাল্টা দেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, গঙ্গাসাগরের উন্নয়ন চাইলে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলুন। কার্যত গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ কে হাতিয়ার করে ভোট ময়দানে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির। একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। লোকসভা নির্বাচনের আগে গঙ্গাসাগর মেলাকে হাতিয়ার করে শুরু হয়েচে রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

সেবা কাজে নিবেদিত প্রাণ

৭৫ বছর ধরে রেড ক্রস

সাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের নানা পরিষেবা দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন নানা ব্যবস্থা করে। সরকারি পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকে। ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখা ১৯৪৫ সাল থেকে সাগর মেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে আসছে। তখন অবশ্য ২৪ পরগনা অবিভক্ত ছিল। জেলা শাখার সম্পাদক শ্যামল বরণ মুখার্জি জানালেন, প্রথমদিকে রেডক্রস স্বাস্থ্যপরিসেবার পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের ঔষধ কম্বল ধুতি শাড়ি দুধ দিত। রানু ঘোষ যখন জেলাশাসক ছিলেন তখন রেডক্রস সোসাইটি কে সাগরে সাত একর জমি দান করা হয়। সেই জমিতে বর্তমানে একটি ঘর করা হয়েছে যেটি মেডিকেল সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সাগর মেলায় স্থায়ীভাবে পাকা ভবন তৈরি করার জন্য শিলান্যাস করা হতে পারে। এবারে সাগর মেলায় প্রায় ৭০০ স্বেচ্ছাসেবক রেডক্রসের হয়ে কাজ করবে। এখন শুধু আর সাগরেই নয় কলকাতার বাবুঘাট থেকে লট নাম্বার ৮ বেনুবন নামখানা কচুবেড়িয়া সহ বিভিন্ন পয়েন্টে রেড ক্রস পরিষেবা দেয়। রেড ক্রসের সম্পাদক শ্যামল বরন মুখার্জি জানালেন, এবারে সাগর মেলার আয়োজন খুব সুন্দর হয়েছে। ল্যাট্রিন এর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। সাগর মেলায় দুটি অ্যাম্বুলেন্স রেড ক্রসের হয়ে কাজ করবে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে রেড ক্রসের স্বেচ্ছাসেবকরা স্ট্রেচারে করে তাদের নিয়ে আসবে। তবে শ্যামল বাবু এও জানান এনজিও এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ভারত সেবাশ্রম সংঘের গঙ্গাসাগরের সেবা কার্যের ৭৫ বছর পালন করা হচ্ছে এই বছর। ইতিমধ্যেই সংঘের প্রধান সম্পাদক বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ গঙ্গাসাগর থেকে সেবা কার্যের সূচনা করেছেন। গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ২৫০০ স্বেচ্ছাসেবক পুরোদমে মেলা পরিচালন করবার জন্য নেমে পড়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সেচ্ছাসেবকরা তিনটি সময়ের ব্যবধানে পুণ্যার্থীদের সেবা কার্য প্রদান করবেন। এছাড়াও সংঘ প্রাঙ্গনে হোগলার ঘরে এবং ছাউনিতে পুণ্যার্থীদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ৭৫ বছর উপলক্ষে ১০ জানুয়ারি কম্বল প্রদান করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রধান সম্পাদক সহ অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। বিভিন্ন সন্ন্যাসীরা রয়েছেন তত্ত্বাবধানে। স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের আদর্শকে সামনে রেখে সেবা কার্য এবং কর্মযোগে নিয়োজিত হয়েছেন সকলে।

১০০ বছরের বেশি ধরে খিদিরপুর সেবা সমিতি

১৯০৬ সালে প্রথম গঙ্গাসাগর মেলায় খিদিরপুর সেবা সমিতি এনজিও হিসেবে পরিষেবা দেওয়া শুরু করে। তখন গঙ্গাসাগর মেলা এতো ঝাঁ–চকচকে ও ডিজিটাল হয়ে ওঠেনি। সাগরমেলায় যাবার পথ যেমন ছিল প্রতিকূল তেমনি মন্দির প্রাঙ্গণে এত সচ্ছলতা, বিদ্যুৎ ছিল না। গ্রিন মেলা তো দূরের কথা তীর্থযাত্রীদের জঙ্গলে মলমূত্র ত্যাগ করতে হতো। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও সমুদ্রতটে যত্রতত্র মলমূত্র আবর্জনা পড়ে থাকত। খিদিরপুর সেবা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা বেলচা করে সেই মলমূত্র পরিষ্কার করে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতো। তাদের সেই সেবা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে বর্তমানে মেলার পটচিত্র পরিবর্তন হয়েছে। এখন সমুদ্রতটে ল্যাট্রিন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে অস্থায়ীভাবে। প্লাস্টিক মুক্ত গ্রিন মেলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসন সদা তৎপর। খিদিরপুর সেবা সমিতি তাদের তীর্থযাত্রীদের প্রতি পরিষেবা দেবার জন্য আজও কাজ করে চলেছে। সংস্থার কর্ণধার তপন কুমার দাস জানালেন, এবার গঙ্গাসাগর মেলাতে তাদের ৭০–৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক থাকবে। মূলত সমুদ্রতটে তীর্থযাত্রীরা যখন সমুদ্র স্নানে যান তাদের ব্যাগ পত্র কাপড় জামা টাকা পয়সা গয়না গাটি সযত্নে রক্ষা করে খিদিরপুর সেবা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা। তবে রেড ক্রস এর মত খিদিরপুর সেবা সমিতি স্থায়ী কোন জায়গা পায়নি সাগরে। তবে জায়গার জন্য খিদিরপুর সেবা সমিতি জেলা প্রশাসনের কাছে কোন আবেদনও করেনি। তপন কুমার দাস জানান, গত কয়েক বছর ধরে মেলার ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত হয়েছে। খিদিরপুর সেবা সমিতি তারা প্রতিবছরই তীর্থযাত্রীদের যে পরিষেবা দেন তা অব্যাহত রাখতে চান।

গঙ্গাসাগরকে আন্তর্জাতিক মেলা করা হোক : স্বপন প্রধান

(দুয়ারে গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যস্নানের মাহেন্দ্রক্ষণ। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন প্রধানের ব্যস্ততা তুঙ্গে। তারই ফাঁকে তাঁর মুখোমুখি হলেন সাংবাদিক কুনাল মালিক)

প্রশ্ন : এবারের সাগর মেলার প্রস্তুতি কেমন?

উত্তর : এবারের মেলা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হবে। অনেক আগে থেকেই রাজ্য ও জেলা প্রশাসন মাঠে নেমেছে।

প্রশ্ন : মেলা এবার কতটা গ্রীন মেলা হবে?

উত্তর : একশ শতাংশ গ্রীন মেলা করার লক্ষ্যে আমরা বদ্ধপরিকর।

প্রশ্ন : তীর্থযাত্রীদের জন্য আপনার পঞ্চায়েত সমিতির ভূমিকা কী?

উত্তর : আমরা পর্যাপ্ত তীর্থযাত্রী শেড, পানীয় জলের কল শৌচালয়ের ব্যবস্থা করেছি। অন্যান্য সব পরিষেবা সরকারী বিভিন্ন দপ্তর ব্যবস্থা করেছে।

প্রশ্ন : পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সাগর কতটা এগিয়েছে?

উত্তর : সেকালের প্রতিকূল সাগর আর নেই। এখন ডিজিটাল সাগর দ্বীপ। সারা বছরই এখানে পর্যটকরা আসছেন।

প্রশ্ন : সাগর মেলার গুরুত্ব কোথায়?

উত্তর : সাগর মেলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় মেলা। ৭০–৮০ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন। কুম্ভমেলায় ট্রেন পথে সহজেই যাওয়া যায়। কিন্তু সড়ক পথ, জল পথ পেরিয়ে যেভাবে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসেন, এবং তাদের যেভাবে সরকারি পরিষেবা দেওয়া হয়, তা নজিরবিহীন। এরজন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দাবি গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মেলা ঘোষণা করা হোক।

প্রশ্ন : সাগরে আগত তীর্থযাত্রী ও অতিথিদের কী বার্তা দেবেন?

উত্তর : সাগরে স্বাগতম। ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

প্রশ্ন : সাগরের নব রূপকার সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। ওনার পরে কি সাগরের দায়িত্ব আপনার হাতেই?

উত্তর : (হাসতে হাসতে বলেন) বঙ্কিম বাবু তো অবশ্যই সাগরের নব রূপকার। তার কাছে দ্বীপবাসী কৃতজ্ঞ। তবে আগামী দিনে সাগরের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে তা ঠিক করবে সাগরের জনগণ ও দল।

ক্যানিংয়ের গঙ্গামেলায় মকরস্নানে ডুব দেবেন ৫০ হাজার পুণ্যার্থী

সুভাষ চন্দ্র দাশ: একদিকে দুরত্ব অন্যদিকে অর্থনৈতিক ভাবে অক্ষমতার জেরে পুণ্য অর্জনের জন্য সুদূর গঙ্গাসাগরে যেতে না পেরে পুণ্য অর্জনের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মধ্যযুগের দাপুটে পিয়ালি নদীর তীরে কালিগঙ্গা শ্মশান মেলায় ৫০ হাজারেরও অধিক পুণ্যার্থী স্নান করবেন বলে আশাবাদী মেলা কমিটি।

বিগত প্রায় ১৫০ বছর আগে কলেরা(অলাউঠা) হয়ে একাধিক লোকজন মারা যাওয়ায় সৎকারের জন্য কাছাকাছি কোন শ্মশানঘাট না থাকার কারণে সৎকার করা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ফলে সৎকারের নির্দিষ্ট কোন জায়গা না থাকায় পিয়ালি নদীতে ফেলে দেওয়া কিংবা নদীর তীরে পুঁতে ফেলা হত মৃতদেহ। এমন ভাবেই চলত মৃতদেহের শেষকৃত্য। গত প্রায় ৬৭ বছর আগে এলাকার মানুষের মধ্যে একটা সংশয় তৈরি হয়।তৎকালীন সময়ে বিজয় সরদার,কানাই শিকারী, মোহন সরদার, ঘনশ্যাম নস্কর,নন্দ মণ্ডল,কালিপদ নস্কর,ওয়াদেজ গাজী,ভবসিন্ধু নস্কর,ইউনুস মণ্ডল, চন্দ্রশেখর নস্কর, উপেন অধিকারী সহ গ্রামের মোড়ল মাতব্বরদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়। সেই সময় বধুকুলার বেশকিছু গ্রামবাসী মিলিতভাবে জমিদান করেন। মৃতদেহ সৎকারের জন্য পিয়ালি নদীর তীরে গড়ে তোলেন একটি শ্মশান এবং কালী মায়ের মন্দির। সেই থেকেই নামকরণ হয় কালীগঙ্গা শ্মশান।

বর্তমানে এই শ্মশান এবং কালীমন্দির ঘিরে গড়ে উঠেছে মানুষের এক মহামিলনক্ষেত্র মেলা। প্রতিবছর মাঘ মাসের প্রথম তিনদিন মকরস্নান উপলক্ষে মেলা বসে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, জয়নগর, কুলতলি, গরাহাট, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার,বাইরুপুর সহ জেলার অন্যান্য প্রান্তের সাধারণ মানুষ এসে ভীড় জমায়। কেউ আসেন পুর্ণ্য অর্জনের জন্য আবার কেউ বা আসেন মেলা ঘুরতে। তিনদিনের মেলায় প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়।

কালীগঙ্গা শ্মশান দীর্ঘদিন অবহেলিতভাবে পড়ে থাকলেও বর্তমান রাজ্য সরকারের সাহায্যে শ্মশানে গড়ে উঠেছে যাত্রী প্রতিক্ষালয়, বৈতরণী প্রকল্পের আধুনিকমানের মৃতদেহ সৎকারের জন্য চুল্লি,যাত্রী প্রতিক্ষালয়,পানীয়জলের কল সহ শৌচালয়। ঐতিহ্যবাহী মেলা হলেও বেশকিছু অসাধু ও সমাজবিরোধীদের দাপটে মেলার মাঠে চলত চটুল নাচ,জুয়া,মদের আসর এমনকী ড্যান্স হাঙ্গামা।

চলতি বছর ঐতিহ্যবাহী এই মেলা হবে কি হবে না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে সে সমস্ত জল্পনাকে কোনপ্রকার আমল না দিয়ে মেলার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয় গোপালপুর পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান আকচার মণ্ডল। তিনি ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস ও ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উত্তম দাসের নজরে আনেন মেলার প্রসঙ্গ। এরপরই শুরু হয় তোড়জোড়। বিধায়ক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের উদ্যোগে মহামানবের মিলন ক্ষেত্র ঐতিহ্যবাহী এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় কোন প্রকার অপসংস্কৃতি থাকবে না। গ্রামীণ এই ঐতিহ্যবাহী মেলা হবে মহামানবের মিলন ক্ষেত্র। মেলায় থাকবে না কোন জুয়ার আসর,মদের আসর,অশ্লীল নাচ এবং গান।

অন্যদিকে, স্থানীয় মানুষের দাবি 'একসময় এই শ্মশান ঘাটে কোন পরিষেবা ছিল না। বর্তমানে মৃতদেহ সৎকারের জন্য রাজ্য সরকারের একান্ত সদিচ্ছায় চুল্লি হলেও জ্বালানি কাঠের কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়াও রাতে দুষ্কৃতীদের উপদ্রব হয়। শ্মশানে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। শ্মশানের যত্রতত্র ময়লা আবর্জনায় ভরপুর এছাড়াও যাত্রী নিরাপত্তায় জোর দেওয়া উচিত শ্মশানের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের। তাহলে আগামী দিনে এই কালিগঙ্গা শ্মশান মেলার ঐতিহ্য বাড়বে।'

যদিও মেলা কমিটির সদস্যরা সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন 'শ্মশানে সমস্ত পরিষেবাই পাওয়া যাবে,তার কাজ শুরু হয়েছে। তবে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।'

নাম সংশোধন

আমি উৎপল কুমার সিনহা বর্ম্মা। পিতা স্বর্গীয় রণজিৎ কুমার সিনহা বর্ম্মা। সাহাপুর, নিউআলিপুর কলকাতা – ৫৩'র বাসিন্দা। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে পিতার নাম ভুলবশত R. SINGH BARMA আছে। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিড বলে LT. RANJIT KUMAR SINHA BARMA/ LT. R.K. SINHA BARMA/ R.SINGH BARMA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

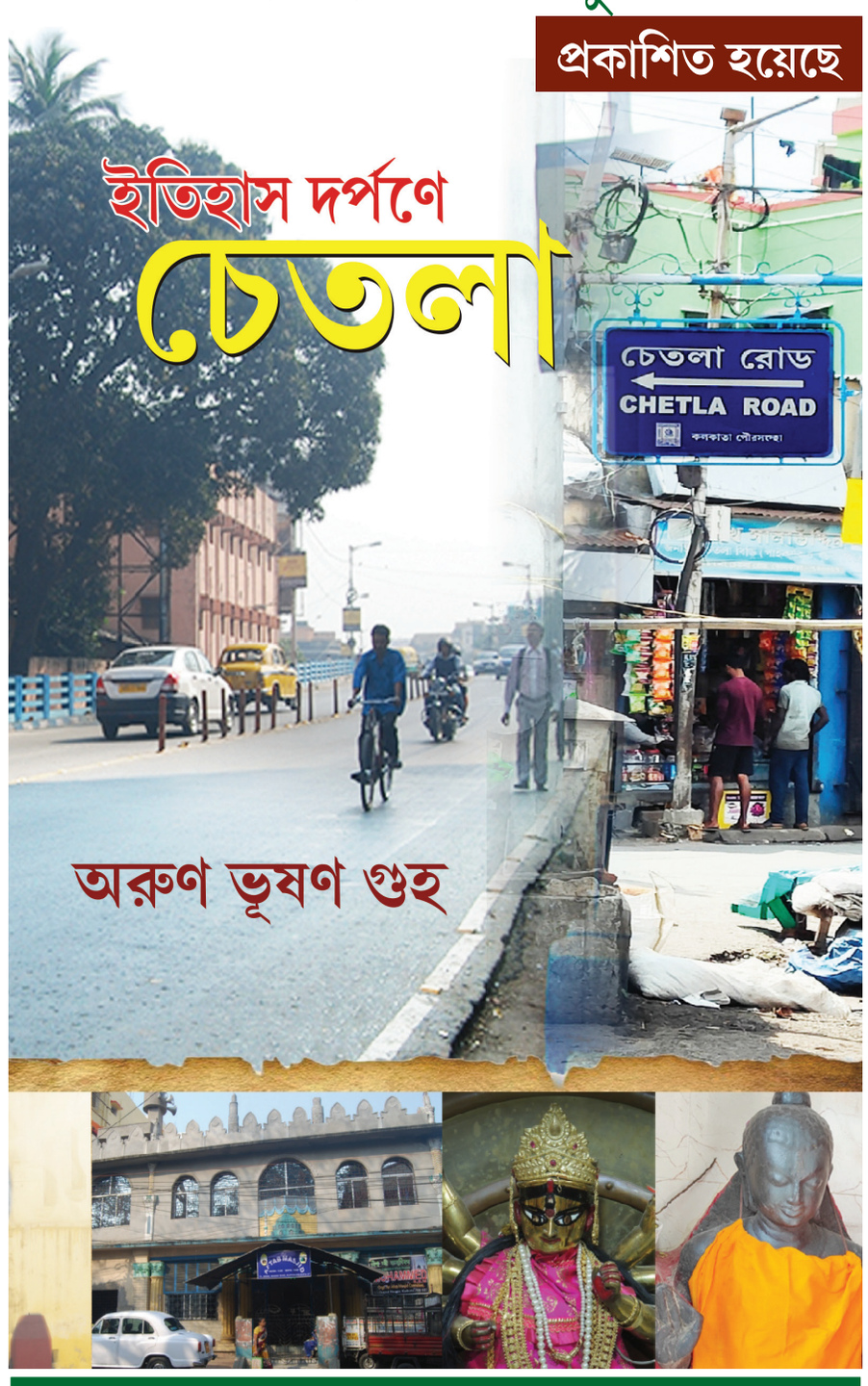

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

মহানগরে

কলকাতায় বিপিএল কমছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বরুণ মণ্ডল : এক সমীক্ষা বলছে কলকাতায় বিপিএল(বিলো পোভার্টি লাইন) শ্রেণির লোক সংখ্যা কমছে। কলকাতা পৌরসংস্থার হিসেব অনুযায়ী গত দু'বছরে কমেছে ১৬,৪৪১জন। সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে কলকাতা পৌর এলাকার ক্ষেত্রমান বৃদ্ধি পেল। বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষেত্রমান প্রায় ২২২ বর্গ কিলোমিটার। এর আগের সমীক্ষায় কলকাতার ক্ষেত্রমান ছিল কমবেশি ২০৫ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে কলকাতায় ছোটো–বড়ো মিলিয়ে মোট উদ্যান ও বাগান রয়েছে ৭১৫টি। গত একবছরে এর সংখ্যা বেড়েছে ১৫টি। বর্তমানে কলকাতায় কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাথমিক স্কুল রয়েছে ২২৪টি। এইক্ষেত্রে গত একবছরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য ১৭টি স্কুলকে নিকটবর্তী অন্য স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে কলকাতায় কলকাতা পৌরসংস্থার বাজার রয়েছে ৫২টি। বর্তমানে গত একবছরে বাজারের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচটি। গত একবছরে কলকাতায় নতুন 'আর্বান হেল্‌থ ওয়েলনেস সেন্টার(স্যাটেলাইট সেন্টার)' গড়ে উঠেছে ১৫টি। কলকাতায় 'আর্বান কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টার'(ইউসিএইচসি) রয়েছে একটি। চেস্ট ক্লিনিক তৈরি হয়েছে ১৫টি। 'স্ট্যান্ড অ্যালোন ডিসপেনসারি' রয়েছে ৭টি। কলকাতায় মোট 'হেরিটেজ বিল্ডিং' রয়েছে ৯১৭টি। তার মধ্যে গ্রেড–১ শ্রেণির মধ্যে রয়েছে ৬১১টি, গ্রেড–২ শ্রেণির মধ্যে রয়েছে ১৯৭টি এবং গ্রেড–২বি শ্রেণির মধ্যে রয়েছে ১০৯টি।

তৈরি হল পৌরসংস্থার নিজস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কলকাতা পৌরসংস্থা নিজস্ব অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার তৈরি করল। যেখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলে শহরের অন্যান্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর তুলনায় ৬২.৪৬ শতাংশ ছাড়ে কলকাতাবাসী এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এক্স–রে, ইউএসজি–সহ নানাবিধ শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করাতে পারবে। ১০ জানুয়ারি কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম কলকাতার খিদিরপুর এলাকার ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ১৭/৭, মনসাতলা লেনে এটির দ্বারোদঘাটন করেন। উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ জানান, একটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সঙ্গে পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপ(পিপিপি) চুক্তিতে এই পরিষেবা চালু করা হল। তিনি আরও জানান, কলকাতা শহরের গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আগেই বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান (ফেয়ার প্রাইস শপ) চালু করেছিলেন। তেমন ভাবেই এবার চালু হতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থার 'ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার'।

পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা ভালো নয় স্মরণ করালেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি অর্থবর্ষের তিন মাসও আর বাকি নেই। তাহলে নড়বড়ে আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েই কী কলকাতা পৌরসংস্থা বর্তমান অর্থবর্ষ শেষ করবে? কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক অবস্থা যে ভালো নয়, সে কথা পৌর অধিবেশনেই উপস্থিত পৌরপ্রতিনিধিদের স্মরণ করে দিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সন্তোষ কুমার পাঠক প্রশ্ন করেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধি বিল পেশ হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌরপ্রতিনিধিদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির কোনও প্রস্তাব আছে কী? উত্তরে মহানাগরিক জানান, আমি ২০১৯ সালের ৩ জুলাইয়ে তখন পৌরপ্রতিনিধিদের সাম্মানিক ভাতা ছিল ৪,০০০ টাকা। আমি সেটাকে ১০,০০০ টাকা করেছিলাম। আমি শুধু আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করতে চাই যে, আমাদের কলকাতা পৌরসংস্থার আর্থিক পরিস্থিতিটা একটু ঠিক হোক। আমরা অনেকটা ঠিক করে এসেছি। যেমন ধরুন পৌরকর্মচারীদের পেনশনের টাকা অন্যান্য টাকা। এই টাকা গুলি একটু ঠিক হয়ে যাক। হ্যাঁ, আমি জানি, আজকের দিনে ওই ১০,০০০ টাকাও কিছু না। নিশ্চিতভাবে এটা পৌরপ্রতিনিধিরা বুঝবে। আগে পৌর কর্মচারীদের পেনশন এবং অন্যান্য টাকাটাকে নিশ্চিত করি। তারপর আমরা নিজদের সাম্মানিক ভাতা না হয় বৃদ্ধি করবো। এছাড়াও সন্তোষ কুমার পাঠক ও পৌর অধ্যক্ষা মালা রায়ের প্রশ্ন, প্রাক্তন বিধায়কদের মতো প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধিদের পেনশনের অথবা তাঁদের জন্য চিকিৎসা বিমার কোনও পরিকল্পনা আছে কী? উত্তরে মহানাগরিক জানান, পেনশনটা আমাদের রাজ্যের কোনও পৌরসংস্থা বা পৌরসভায় পেনশনের কোনও অপশনটাই নেই। এটা নিয়ে নতুন করে আমি কিছু বলতে চা–ই না। এদিকে পৌরপ্রতিনিধিদের জন্য চিকিৎসা বিমা নিয়ে কোনও পরিকল্পনা আছে কী? এ প্রশ্নের কোনও উত্তর মহানাগরিক দেননি।

জলের অতিরিক্ত বেগ থাকায় প্রায়ই পাইপ ফেটে যাচ্ছে : সঞ্চিতা মিত্র

বরুণ মণ্ডল : বেহালা পশ্চিমে পাইপ লাইনে জলের অতিরিক্ত বেগ থাকায় প্রায়শই বিভিন্ন পাইপ ফাটছে আবার বেহালা পূর্বে পানীয় জলের সরবরাহ বিগত এক বছর ধরে খুবই কমে যাওয়ায় জলের সমস্যায় ওয়ার্ডবাসী।

বরো ১৪'র পর্ণশ্রী–গড়াগাছা এলাকার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র কলকাতা পৌরসংস্থায় সম্ভবত এমন অভিযোগ করলেন প্রথমবার। ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় ছোটো–বড়ো মিলিয়ে তিনটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। এই সমস্ত পাম্পিং স্টেশনের অধীস্থ পাইপ লাইনে জলের অতিরিক্ত চাপ থাকায় প্রায়শই বিভিন্ন রাস্তায় পাইপ ফেটে যায়। এবং সেগুলি কলকাতা পৌরসংস্থাকে আপৎকালীন হিসাবে মেরামতির ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্য আবার পৌরসংস্থার বেশ অনেকটা অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সঞ্চিতা মিত্র বলেন, বুস্টারের মাধ্যমে জলের ফোর্সটা এতো বেশি যে সকাল–বিকেল প্রায় প্রতিদিনই পাইপ ফাটছে। আর তা সারাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আমি চাই এই ফোর্স কমানো হোক। যাতে নিয়মিত পাইপ যাতে না ফাটে, বা জল সরবরাহ দপ্তরের এ বিষয়ে আরও কী করণীয় আছে তা করুন। যাতে আমি পাইপ সারানোর খরচটা কমাতে পারি।

আবার বেহালা পূর্বের 'কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়'– বড়িশা হাই স্কুল এলাকাস্থিত কলকাতা পৌরসংস্থা ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের রাজা রামমোহন রায় রোড সংলগ্ন বেশকিছু অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ বিগত এক বছরে খুবই কমে গেছে। এই ওয়ার্ডের অন্তর্গত জয়শ্রী পার্ক বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন এখনো না হওয়ার জন্য ওই অঞ্চলে জলের সমস্যার সমাধান হয়ে উঠছে না। বিশেষত সবেদাবাগান, মনমোহন পার্ক, বামাচরণ রায় রোড, জয়শ্রী পার্ক, আম্বেদকর পার্ক, গণবাণী, স্বামীজী সড়ক, নেতাজী সড়ক, মুচিপাড়া, মাইতিপাড়া ও প্রফুল্ল সেন কলোনি অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জলের চাপ খুবই কম। বরো ১৪'র ওয়াটার সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা বারবার ভিজিট করেও সমস্যার কিছু সমাধান করতে পারেনি। শেষে তারা স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়কে জানাচ্ছেন, পানীয় জলের সরবরাহ পাইপ লাইনে প্রেসার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত একমাত্র কেন্দ্রীয় অফিসের আধিকারিকরাই নিতে পারেন।

স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির প্রস্তাব, ওয়ার্ডের কোনও অংশে যদি পানীয় জলের সরবরাহ পাইপলাইনে জলের প্রেসার কমে যায়, তাহলে বরো আধিকারিকরা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব পরিসংখ্যান বিচার করে জলসরবরাহের প্রেসার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে খুবই দ্রুতভাবে সেই অঞ্চলের পানীয় জলের সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দফতরের মেয়র পারিষদ কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, এতদিন আমি শুনে এসেছি, ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল নেই। জলের ব্যবস্থা করুন। জলের অতিরিক্ত চাপের জন্য জলের পাইপ ফাটছে। অর্থাৎ এটা একটা ভালো লক্ষণ। তবে কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তর এটা নিয়ে একটা 'টেকনিক্যাল স্টাডি' করছি। যেখানে নতুন পাইপের প্রয়োজন। সেখানে নতুন পাইপ দিয়ে দেবো। যেখানে দরকার আছে 'ব্যালেন্স অফ প্রেসার' সেখানে তা করে দেবো। আমরা পাম্পিং স্টেশনের যেখানে যা করার প্রয়োজন করবো। তবে আপনার 'এলাকা উন্নয়ন তহবিলে'র ওপর চাপ দেবো না। আমরা পাইপ গুলোকে পরিবর্তন করে দেবো।

আর এদিকে ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে সাধারণ ভাবে পরিস্রুত পানীয় জলের কোনও সমস্যা নেই। তবে জয়শ্রী পার্কের বুস্টার পাম্পিং স্টেশনটির কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে খুবই শীঘ্রই এটা চালু করা হবে। এটা চালু হলে জয়শ্রী পার্ক এবং সংলগ্ন অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ আরও উন্নতি ঘটবে।

এছাড়াও জানাই ওয়ার্ডের কোনও অংশে যদি পরিস্রুত পানীয় জলের প্রেসার কমে, তাহলে সেক্ষেত্রে বরো ইঞ্জিনিয়াররাই ওই অঞ্চলে ইন্সপেকশন করে লোকাল ভল্ট যেমন – পাইপলাইনে লিকেজ, ডিফেক্ট, পুরনো পাইপের পরিবর্তন ইত্যাদি চিহ্নিত করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী সকল মেনটেনেন্স এবং রিপেয়ারিং এবং ডেভেলপমেন্টের কাজ করার প্রয়োজন আছে। এবং তা বরো ইঞ্জিনিয়ারদের হাতেই থাকে। এটা নিয়ে কেন্দ্র থেকে কিছু করা হয় না।

আর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে যে প্রেসারটা আসছে, সেটা একটা চেক ভালব দিয়ে কন্ট্রোল করা হয়, যাতে সব জায়গায় জলটা পাওয়া যায়। অনেক সময় এমন হয় যে প্রেসার চেক না করা হলে, তাতে একটা ওয়ার্ড সব জল নিয়ে নেয়। আর অন্য ওয়ার্ড জল পায় না। এই কয়েকটা কাজের জন্য টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারিদের প্রয়োজন। বাদবাকি বরো ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারদের ওপরই সমস্ত দায়দায়িত্ব দেওয়া আছে। জল কমলে তারাই গিয়ে ঠিক করবে। এটাতে সেন্ট্রালি কিছু করা হয় না।

কালীঘাটে রিলায়েন্স নয় কাজ করছে পূর্ত দপ্তর : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীঘাট স্কাই ওয়াকের জন্য রাজ্যের কোষাগার থেকে ব্যয় হল ১১২ কোটি টাকা। চলতি বছরের এপ্রিলের মধ্যেই কালীঘাট স্কাইওয়াকের কাজ শেষ হবে। কাজ শুরু হয়েছিল ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে।

সূত্রে খবর, নতুন পয়লা বৈশাখে স্কাইওয়াক ব্যবহার করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। কেন নির্মাণ কাজে সওয়া দু'বছর সময় লাগল? সূত্রের খবর, এক নম্বর কারণ, কালীঘাটের মতো ঘিঞ্জি এলাকা। আর দু'নম্বর কারণ, ব্রিটিশ আমলের পরিস্রুত পানীয়

জলের পাইপ লাইন, নিকাশি পাইপ অক্ষত রেখে সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ করা বেশ কঠিন ছিল। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, কেউ কেউ বলছে, কালীঘাট স্কাই ওয়াকের সব কাজ রিলায়েন্স করছে। এটা ঠিক নয়। মূল কাজ রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরই করছে।

এদিকে সূত্রে খবর, কেবলমাত্র কালীঘাটে পরিকাঠামো তৈরির জন্যই ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে রাজ্য সরকার আর স্কাই ওয়াকের জন্য সবমিলিয়ে প্রায় ১১২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

মহানাগরিক হিসাব দিয়ে বলেন, এপর্যন্ত ৫০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করে ফেলেছে। আর চলতি বছরের এপ্রিলে স্কাই ওয়াকের কাজ শেষ হবে। তার আগেই বাকি টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।

লেন্স বার্তা

শ্রদ্ধাঞ্জলি : স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মদিবসে বেহালার পর্ণশ্রীস্থিত 'বিবেক কাননে' কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে স্বামীজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে রয়েছে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্র, বেহালা পূর্বে বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়, বরো অধ্যক্ষা সঞ্চিতা দাস পৌর আধিকারিক প্রমুখ।

বিবেক সচেতনতা : নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আয়োজনে সূচনা হল পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত এক সচেতনতার যাত্রা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত জেলা যুব আধিকারিক অশোক সাহা এছাড়াও কলকাতা পুলিশের কর্তারা।

দীর্ঘ যন্ত্রণা : ভোর থেকেই লেগে থাকে প্রাতঃভ্রমণকারীদের ভিড়, সেই রাস্তা জুড়েই চলছে দীর্ঘমেয়াদি পাইপ লাইনের কাজ, নিউ আলিপুর বি ব্লক সংলগ্ন মেইন রোডে।

ছুটিতে বিপত্তি : অসময়ে স্কুল ছুটি হয়েই, চরম বিপত্তি, নেই কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ার বা পুলিশ, যান নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবক, দর্শক পড়ুয়ারা। হাওড়া আন্দুলে। ছবি : অভিজিৎ কর

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে বাওয়ালি গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বাওয়ালি গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় এ বছর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করলো। এই বিদ্যালয় ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের ভূমি দান করেছিলেন স্বর্গীয় সনাতন নস্কর। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮০০ জন। প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের শুভ সূচনা হয় গত ৭ জানুয়ারি। সেই প্রভাত ফেরিতে বিভিন্ন মনীষীদের ছবি নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকারা। মূল অনুষ্ঠান হবে আগামী ১৯ ও ২০ জানুয়ারি। মহারাজ সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষজন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ছৌ নাচ, পুতুল নাচ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। কৃতি ছাত্র–ছাত্রীদেরও সংবর্ধনা জানানো হবে। বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষকের নাম আনন্দ দাস।

বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ১৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এবং চারজন প্যারা টিচার আছেন। গ্রামীন এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে বাওয়ালী গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের সুনাম আছে। স্কুলে যাবার গ্রামীণ রাস্তা আগের থেকে আরও উন্নত হয়েছে। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নিখিল মাখাল জানান, শিক্ষার পাশাপাশি এখানে নৃত্য সংগীত এনসিসি ও বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হয়।

ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মধ্যে আছে টেলারিং, টেলিফোন সারাই এবং ইলেকট্রিক মেরামত সংক্রান্ত বিষয়। গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বজবজ দুই নম্বর ব্লকে এক ছাত্র ৬৬৪ নম্বর পেয়ে ব্লকের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। যা বিদ্যালয়ের সুনামকে আরো বৃদ্ধি করেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সন্দীপ মাজি জানান, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এনসিসির ক্ষেত্রে ৪০১ এর মধ্যে এই বিদ্যালয় ২৫ র‍্যাঙ্ক করেছে। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে আহ্বান করা হয়েছে সকল অভিভাবক এবং ছাত্র–ছাত্রীদের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান সার্থক করে তোলার জন্য। সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের যুগ্ম সম্পাদক নিখিল মাখাল বলেন, দিন দিন বাওয়ালী গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আহ্বান করবো আপনার ছেলেমেয়েদের নিশ্চিন্তে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পারেন।

উৎসবের আবহে ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুলের শতবর্ষ উদযাপন

দেবাশিস রায়

অতিমারি করোনার কোপে দু'বছর পিছিয়ে গিয়ে অবশেষে উৎসবের আবহে সম্পন্ন হল ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুলের শতবর্ষ উদযাপন। তিনদিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য উৎসব শুরু হয়েছিল ৫ জানুয়ারি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, ভাতারের বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী প্রমুখ। ছৌ নৃত্য, নাটক সহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে ৭ জানুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শতাধিক বছর আগে অবিভক্ত বর্ধমান জেলার ভাতারে (পূর্বতন নাম সেবাগ্রাম) একটি চালা ঘরে সর্বপ্রথম এই স্কুলটি চালু হয়েছিল। তখন সেটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রূপে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করে। তারপর জমিদার মাধব চন্দ্র তা মহাশয়ের দান করা জমিতেই ১৯২১ সালে এই স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সেই হিসেবে ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুলের শতবর্ষ অতিক্রান্ত। কিন্তু, ২০২০ সালে করোনার ভয়ঙ্কর আক্রমণ শুরু হতেই বিশ্বজুড়ে সবক্ষেত্রে স্বাভাবিক ছন্দপতন ঘটতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে সভা, সমাবেশ, মিছিল, অনুষ্ঠান প্রভৃতি বন্ধ ছিল। বছর খানেক ধরে মনুষ্যসমাজকে কঠোরভাবে যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কাটাতে হয়।

করোনার সেই দীর্ঘতর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানব সভ্যতা এখনও পর্যন্ত রেহাই পায়নি। প্রায়শই করোনার নতুন নতুন ভ্যারিয়ান্ট চোখ রাঙাতে শুরু করলেই চারিদিকে শোরগোল পড়ে যাচ্ছে।

ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুলের শতবর্ষ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষক দেবাশিস দাস বলেন, ২০২১ সালেই স্কুলের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান হত। কিন্তু ২০২১ সালে কোভিড ১৯(করোনা)–এর প্রকোপ ছিল। তাই আমরা এই অনুষ্ঠান করতে তখন পারিনি। ২০২৩ সালের ৬ অক্টোবর আমরা প্রভাতফেরির মাধ্যমে স্কুলের শতবর্ষ উদযাপনের সূচনা করেছিলাম এবং তিন দিন ব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল এবার। তিনি স্কুলের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেন, প্রথমে এটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল। পরবর্তীকালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এটা অনুমোদিত হয় ১৯২১ সালে। বর্তমানে স্কুলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ১৬০০। একাদশ এবং দ্বাদশ কো–এড। এই স্কুলের অসংখ্য প্রাক্তন পড়ুয়া বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এলাকার গৌরব বৃদ্ধি করছেন। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র হুমকুমার রাণা বলেন, ভাতার মাধব পাবলিক হাইস্কুলের নাম উচ্চারণ করতে আমার গর্ব বোধ হয়। আমার প্রিয় স্কুলের এই শতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানে নিজেকে নানাভাবে জড়িয়ে রাখতে পেরে ধন্য মনে করছি।

মাঙ্গলিকী

সমকালীন সংস্কৃতি আয়োজিত ১৭তম মোহনমুখী নাট্যোৎসব

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

সমকালীন সংস্কৃতি নাট্যদল প্রতি বছর এই মোহনামুখী নাট্য উৎসব পালন করে আসছে। অবশ্য কোভিড অতিমারির কারণে দু'বছর সঙ্গত কারণেই এই উৎসব পালন করা সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দের তালিকায় ছিলেন শৌভানিকের চন্দন দাশ, কুন্তল মুখার্জী এবং বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমেই প্রদীপ

প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। উপস্থিত সকলেই একযোগে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন। মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন অতিথিবৃন্দ। তাদের সকলকে ফুল মিষ্টি উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে বরণ করা হয়। এবার থেকে মোহনামুখী উৎসবে স্মারক সম্মান সাত্যকী রায়ের নামে প্রদান করা হবে প্রতি বছর। সেই সম্মানে ভূষিত হলেন দক্ষ মঞ্চ নির্মাণ শিল্পী অজিত রায়। সাত্যকী রায়ের স্ত্রী মন্দিরা রায় মঞ্চে উপস্থিত হয়ে স্মারক প্রদান করলেন। মানপত্র পাঠ করে শোনালেন দলের কর্ণধার সুদীপ্ত সরকার। অজিত সকলকে অভিনন্দন জানান।

মেকাপ শিল্পী শম্ভু বারিকের অকাল প্রয়ানে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রথমেই সুদীপ্ত দলের কার্য বিবরণী প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ করলেন। এবংদলের পক্ষ থেকে অনেক কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করলেন। প্রথম বক্তা কুন্তল মুখোপাধ্যায় বললেন, ১৭ বছর ধরে এরা এই উৎসব করে আসছেন এবং নিজেদের প্রযোজিত নাটক না করে অন্যদের দিয়ে নাটক করাচ্ছেন এটা বেশ ভালো উদ্যোগ। আমি আশা করি তারা তদের কাজকর্মের মাধ্যমে সাযুহ্য বজায় রাখবেন। অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য আমাদের সকলের একটু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। চন্দন দাশ– বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে বলেন, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় যে জায়গা পাওয়া উচিত ছিল সেটা তাকে দেওয়া হয়নি। প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শৌভনিকের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর রচিত নাটক একটি অবাস্তব গল্প বহু ভাষায় প্রকাশিত ও অভিনীত হয়েছে। এছাড়া সেনার মাদুলি, ব্রজকান্ত এবং আরও বহু মৌলিক নাটক রচনা করেছেন। বাঁশরী নাটকে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। সমকালীনকে কুর্নিশ। রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন– দর্শক কম হলে আমি হতাশ হই না। থিয়েটারের কাছে এই নিবেদন কেউ করেছেন কিনা আমরা জানি না। উৎপল, কেয়া, শম্ভু মিত্র, অজিতেশ, তৃপ্তি মিত্র সকলের স্মরণে এই উৎসব উৎসর্গিত হয়েছে। একটি অবাস্তব গল্প সারা বাংলায় অভিনিত হয়েছে। কটা থিয়েটারে আমরা দেশ কালকে খুঁজে পাচ্ছি বলতে পারেন? কোন্ সিস্টেমে আমরা বাস করছি। হাসির মধ্যে তীব্র স্যাটায়ার বিমল বাবুর নাটকে পাই। পাথর নাটকটি শ্রেণী সংগ্রামকে মনে করিয়ে দেয়। নাট্য সমাজ তাদের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করছে না। তিনি প্রেটনিক নাটকের কথা উল্লেখ করেন। কোন ফরম্ দেখতে আমজনতা থিয়েটারে আসবে না। মন্দিরা রায় বলেন, আমার স্বামী এই দলে যুক্ত ছিল। চন্দন ও সুদীপ্তকে নিজের ভাই বলতো। ওদের সঙ্গেই আছি এবং সবসময় থাকবো। এর পর শুরু হল এদিনের প্রথম নাটক অনীক প্রযোজিত 'উরগ।' নাটক রচনা সমৃদ্ধি ব্যানার্জী, নির্দেশনা অনুভব সেনগুপ্ত। নাটকটির দুজন মুখ্যশিল্পী। মেঘ মালা ও সুভাষ দুজনেই বেশ ভালো। আর যারা ছিলেন সমৃদ্ধি প্রীতম নীলাদ্রী, বসুজিত, অমিত, শুভ, পুরুষোত্তম, দেবজ্যোতি, সুপ্রভাত, সৃজনী ও ভাস্কর বণিক।

দ্বিতীয় নাটক যাদবপুর নাট্য ঐক্য প্রযোজিত ও সুজন সাহা নির্দেশিত নাটক 'সংবাদ শিরোনাম।' সংবাদ মাধ্যমগুলি সংবাদ তৈরি করার জন্য এবং টিআরপি বাড়িয়ে এগিয়ে যাবার জন্য যে কি জঘন্য কায়দা কৌশল গ্রহণ করে থাকে, তা এক কথায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অভিনয়ে ছিলেন পৌলমী দত্ত, প্রভাত সরকার, বেবি সেন, সুমিত, জয়েসল, বিতান, সুজন সাহা, আরুষ দত্ত ও সনৎ মাইতি। আলো বাবুল সরকার, আবহ সন্দীপ মুখার্জী। ২৭ ডিসেম্বর যুগাগ্নি বহরমপুর প্রযোজনায় নাটক 'দুষ্টুকথা।' নির্দেশনায় দেবাশিস সান্যাল, নাট্যকার শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। যুগোপযোগী উপস্থাপনা। অভিনয়ে সুপ্রিয় মুখার্জী, মানসী বিশ্বাস, সায়নী ঘোষ, স্নেহাশিস সান্যাল, কোরাস শ্রীজা বিশ্বাস, বৃষ্টি, স্নিগ্ধা, পৃথা, পিউ দাস এবং রেণুকা সাহা। আলো শ্যামাপ্রসাদ, আবহ সুপ্রিয় ও সায়নী। দ্বিতীয় নাটক বারাসাত অনুশীলনী প্রযোজিত বিজয় মুখার্জী নির্দেশিত নাটক 'ধর্মনগর'। অভিনয়ে মুরারী মুখার্জী, পিয়ালী বাসু চ্যাটার্জী, চৈতালী সরকার, সন্দিপন, সৌম্যদীপ, নন্দকিশোর, গৌর তরফদার এবং বিজয় মুখার্জী। নাটক রচনা শেখর সমাদ্দার, নির্মাণ প্রেজাংশু রায়।

২৮ ডিসেম্বর অশনী কোন্নগর প্রযোজিত, মৈনাক সেনগুপ্ত রচিত, অভিক চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'এইদিন অন্যদিন' বেশ ভালো উপস্থাপনা।

দ্বিতীয় নাটক হরিপাল আশ্রমিক প্রযোজিত, ভাস্কর দাস নির্দেশিত নাটক 'থাপ্পর।' সময়ের ধারাপাত। খুব ভালো পরিবেশন। অভিনয়ে তাপস দাস, রাজা সামন্ত, রাজ চক্রবর্তী, বরুণ দেবনাথ, প্রণবেশ ঘোড়া, অমর্জিত পাল, নির্মাল্য চ্যাটার্জী, সুমন লাগা, সুশান্ত সাঁতরা, ভাস্কর দাস, চিন্ময় চক্রবর্তী।

উপসংহারে কোনরকম দ্বিধা না করেই বলছি মোহনামুখী নাট্যোৎসবে আমার যোগদান সবসময়ই থাকে। সন্ধ্যাটা ভালো কাটে যেমন এদিনটা কাটল। সুদীপ্ত একজন ভালো নাট্যকার ও নাট্য সংগঠক। ও দলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অবলীলাক্রমে। সুদীপ্তর টিম ওয়ার্ক খুব ভালো। দলের ভালো হোক। সমগ্র নাট্য সমাজের ভালো হোক। আমার কাজ শুধু কাঠবিড়ালির ভূমিকা এবং সেটা আমি পালন করবই।

স্বামীজী আরাধনা দিয়ে

শুরু হল নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর ১৬২তম জন্মদিবসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালীতে অবস্থিত বিবেক নিকেতনে বিবেক মন্দির ও প্রাঙ্গণে স্বামীজীর আরাধনা ও বালক ভোজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে গেল নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৬০তম বার্ষিক উৎসব।

সকাল সাড়ে ১০টায় বিবেক মন্দিরে শুরু হয় ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। পূজার পরেও তিনি তাঁর ভক্তিগীতির মাধ্যমে সকলকে মুগ্ধ করেন। তবলায় ছিলেন দীপঙ্কর চ্যাটার্জী ও শুভেন্দু বেরা। এরপর শুরু হয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মা সারদার আরাধনা। পুষ্পাঞ্জলি ও আরতির পর ফের শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করে সমিতির শিশু কল্যাণ ভবনের আবাসিক শিশু ও বালকরা। পরিচালনায় ছিলেন জয়শ্রী গোস্বামী এছাড়াও ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন চৈতালী গুহ। সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাড়ে বারোটা থেকে মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ভিড় জমে কচিকাচাদের শুরু হয় শিশু ও বালক ভোজন। আমন্ত্রিত হয়ে আসেন ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের কর্ণধার শৈবাল গুহ। সঙ্গে সেখানকার বিশেষ শিশুরা। এছাড়াও আরও বহু বিশিষ্ট অতিথি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চলবে বেশ কয়েক দিন। শেষদিন আগামী ২৩ জানুয়ারি পালিত হবে প্রতিষ্ঠা দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবং নেতাজির ১২৮ তম জন্মদিবস পালন। সেই দিন সকাল ১১টায় জাতীয় ও সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হবে অনুষ্ঠান চলবে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত। এর মাঝে সারা বাংলার শিশু ও কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার চূড়ান্ত পর্যায় অনুষ্ঠিত হবে। পুরস্কার প্রদানের পর থাকবে আরও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত পুতুল নাটক। সমিতি সংলগ্ন গ্রামবাসী সহ অতিথি, শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হবে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ এই অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ জানান।

এ দিন বাঁকুড়ার শুশুনিয়ায় বাগডিহা গ্রামের আদিবাসী মাহালী পাড়ায় সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব আর্টের পরিচালনায় পালিত হয় যুব দিবস। সেখানে আদিবাসী শিশু, মহিলা ও পুরুষরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

লহরী ডান্স অ্যান্ড আর্ট আকাদেমি

অঙ্কিতা দাস : লহরী নৃত্য প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র ৫ জানুয়ারি লহরীর পক্ষ থেকে একটি নৃত্যানুষ্ঠান সুজাতা সদন হলে পরিচালনা করা হয়েছিল । সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অঙ্কিতা দাস এবং সম্পাদনায় ছিলেন শম্পা দাস ও দেবাশিস দাস মহাশয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা অঙ্কিতা দাস (গুরু), রাজেশ্বরী, ঋতু, অনুষ্কা, সুস্মিতা দাস, পায়েল, মধুরিমা, তিথি, পল্লবী, বৃষ্টি, তিয়ানা, তানিশা, রোহিনী, আরাধ্যা, শ্রীনৃতা, শ্রীতমা, মৃগাক্ষি, আরাধ্যা, আয়ুস্মিতা, অঞ্জলি, সাধনা, সাঞ্জনা, আহেলী, সাকেত, শ্রেয়া, সানভি, স্বর্ণালী ও বিশেষ অতিথি অর্পিতা দত্ত, তমাল দাস, সোমনাথ মিত্র, শান্তনু, অনুশ্রী, সুইটি।

ম্যাট্রিক্সের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ জানুয়ারি বাখরাহাট ম্যাট্রিক্স কমপিউটার ও এনরুট অ্যাবাকাসের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল বাখরাহাট বই মেলার অস্থায়ী সাংস্কৃতিক মঞ্চে। ম্যাট্রিক্স কমপিউটার শুধু বাখরাহাট নয় আশপাশে অঞ্চলে একটি পরিচিত নাম। প্রায় ২০ বৎসর ধরে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে চলছে এই প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এনরুট অ্যাবাকাস। ফলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সমাগম ঘটে ছিল অনুষ্ঠান অঙ্গনে। সংস্থার কর্ণধার অমিত পালের সময় নিষ্ঠতার সঙ্গে তাল রেখে ঠিক সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সম্পাদক বঙ্গীয় শিশু বিকাশ কেন্দ্র অরূপ হালদার, সম্পাদক আমতলা অন্বেষণ সমর জানা, অধ্যক্ষ বিদ্যানগর কলেজ এস. পি আগরওয়াল, রিটায়ার্ড মেট্রোলজিস্ট এস কে দত্ত, সাংবাদিক আলিপুর বার্তা নির্মল গোস্বামী এবং ম্যাট্রিক্স কমপিউটারের সভাপতি মঞ্জু পাল। সকল অতিথিদের পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, ব্যাজ এবং স্মারক দিয়ে বরণ করে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকারা। এরপর প্রতিষ্ঠানের সভাপতি উপস্থিত অতিথিবৃন্দদের সঙ্গে নিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। প্রতিষ্ঠান কর্তা অমিত পালের সুযোগ্যা কন্যা কিশোরী তির্তিষা পাল ও উৎসলীনা মণ্ডল উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করে। পরে তির্তিষা পালের মাউথ অর্গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে এবং সবগুলির গুনগত মান ছিল উচ্চস্তরের। ম্যাট্রিক্স কমপিউটার ও এনরুট অ্যাবাকাসের ছাত্রছাত্রীদের পারফর্মেন্স বিচার করে পুরস্কৃত করা হয়। মোট ৯৬ জন ছাত্রছাত্রী পুরস্কার পায়। অ্যাবাকাসে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পায় সৌমাদ্ মণ্ডল। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং অমিত পালের পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠান ছিল প্রাণবন্ত। এছাড়াও শাশ্বতী পালের সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিকে উচ্চ মার্গে পৌঁছে দেয়।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা – ২০২৪

পরিচালনায় মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

২০শে জানুয়ারী ২০২৪, শনিবার ঃ

প্রতিযোগিতার স্থান ঃ সামালি মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

সকাল ১১টায় ঃ **একক রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা**
ক বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্ধ্বে ১৫ বৎসর পর্যন্ত
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।

দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ **একক রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা**
খ বিভাগ ঃ ১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।

দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক রুচিসম্মত বাংলা গান প্রতিযোগিতা** (১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত)

২১শে জানুয়ারী ২০২৪, রবিবার ঃ

সকাল ১১টায় ঃ **আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,**
ক - বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্ধ্বে ১৫ বৎসর পর্যন্ত
সুবোধ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা
সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৪ মিঃ

দুপুর ১২ টায় ঃ **আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,**
খ - বিভাগ ঃ ১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
জয় গোস্বামী-এর যে কোন কবিতা
সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৫ মিঃ

দুপুর ১টায় ঃ **তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা**
(১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত) সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৫ মিঃ
বিষয় ঃ প্রতিযোগিতার দিন লটারীর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

দুপুর ২-৩০টায় ঃ **একক সৃজনশীল নৃত্য,**
ক - বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্ধ্বে ১৫ বৎসর পর্যন্ত

দুপুর ৩-৩০টায় ঃ **একক সৃজনশীল নৃত্য,**
খ - বিভাগ ঃ (১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত)

২৩শে জানুয়ারী ২০২৪, মঙ্গলবার ঃ

প্রতিযোগিতার স্থান ঃ সামালি মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

সকাল ১০-৩০টায় ঃ **অঙ্কন প্রতিযোগিতা,**
(কাগজ সরবরাহ করা হবে)
'ক' বিভাগ - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'খ' বিভাগ - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'গ' বিভাগ - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), 'ঘ' বিভাগ - ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত (প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148 / 8013523095
স্বপনকুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ - ২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরতলা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
সুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
সোমনাথ সিংহ রায়, মহেশতলা ঃ 9051199169
সুপর্না চক্রবর্তী, বজবজ ঃ 8777767891

হাওড়া খ্রিস্টমাস কার্নিভ্যাল

অশোক সেন : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাওড়ার ষষ্টি নারায়ণ ইকো পার্কে হাওড়া খ্রিস্ট মাস কার্নিভ্যাল। সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত এই কার্নিভ্যালে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়।

গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে দীর্ঘ ১৩ দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হাওড়া পৌর নিগমের চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের স্টল ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে এক মিলন মেলা রচিত হয়। স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পীদের পাশাপাশি ২৫০০ স্থানীয় শিল্পী এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেশ কিছু সম্মানীয় মন্ত্রী মহাশয় দেয় নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পৌর নিগমের আধিকারিকদের সহযোগিতায় হাওড়াবাসীকে এই খ্রিস্টমাস কার্নিভ্যাল উপহার দেওয়ার জন্য কার্নিভ্যাল কমিটি প্রশংসার দাবি রাখে।

বাগনানের শরৎ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিন বদলায়, যুগ বদলায়, চিন্তা–চেতনা ও সংস্কৃতির বদল ঘটে। মেলা আনে উৎসব আর মিলনের বার্তা, সংস্কৃতির মুক্তমঞ্চে সহিষ্ণুতার বাতাবরণে জাত বর্ণ ধর্ম, সব সম্প্রদায়ের মিলনে মহৎ হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। আর এই লক্ষ্যেই পথ চলতে চলতে হাওড়ার বাগনানের শরৎ মেলা আজ ৫১তম বর্ষে উপনীত হয়েছে। গ্রাম আর শহরের মানুষের মেল বন্ধনের পাশাপাশি এই আনন্দমঞ্চে শরৎ মেলার চিরায়ত দুই আকর্ষণ – প্রদর্শনী মঞ্চ ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ। শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারের সতেরোর যৌবনে জন্ম নিয়েছিল শরৎ মেলা যা আজ দেশের মানচিত্রে মর্যাদার আসন দখল করেছে। যেখানে অমর কথাশিল্পীর সৃষ্টি সৃজনের মননে, চিন্তনে ও বিশ্লেষণে সমাজ পরিদর্শনের একটা দিশা মেলে। শরৎ বাবুকে তাঁর জীবনের শেষ ১২টি বছর আপন করে পেয়েছে বাগনানের সামতাবেড় – পানিত্রাস আর গোবিন্দপুরের মানুষ। সারাবছরই কথাশিল্পীর সামতাবেড় বাসভবনে পর্যটক, সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণপিয়াসী মানুষের ঢল নামে। বাসভবনটি আজ শরৎ সংগ্রহশালা হয়েছে। এর পশ্চিমদিকে রূপনারায়ণ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এক মনোরম পিকনিক স্পট। কথাশিল্পীর পূণ্য স্মৃতি তর্পনে হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের পাশের গ্রাম পানিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগার ও শরৎ মেলা পরিচালন সমিতির যৌথ উদ্যোগে আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি সপ্তাহব্যাপী ৫১ তম শরৎ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলার মাঠে নানা স্টল থাকবে। থাকবে কচিকাঁচাদের হরেক বিনোদন। কথাশিল্পীর মরমী লেখনীর সম্মোহনী জাদুমন্ত্রে সৃষ্ট চরিত্রগুলোর ঘটবে অবাধ চলাফেরা। এই মহৎ ভাবনার লক্ষ্যেই বছর বছর শরৎ মেলা। মর্যাদা, ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের নিরিখে শরৎ মেলা সরকারি দাক্ষিণ্যে, তত্ত্বাবধানে হেরিটেজ মেলা হিসেবে অবশ্যই স্বীকৃতির দাবি রাখে।

জোড়া নাটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি হাওড়া কদমতলা সংলগ্ন ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরি হলে অগ্নিশ নাট্যগোষ্ঠী শিবাশিস সেনগুপ্ত রচিত ও পরিচালিত নাটক 'এবার বাগান কার?' ও চর্চা নাট্যসংস্থার দেবাঞ্জন ব্যানার্জী পরিচালিত নাটক 'দাঁড়াও পথিক বর' মঞ্চস্থ হয়। দর্শক সমাদৃত প্রথম নাটক মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান' এর দ্বিতীয় পর্ব বলা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় নাটকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভিমানে রচিত ২টি প্রশংসার দাবি রাখে।

অমিয় কুমার দাস স্মরণে সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জানুয়ারি প্রয়াত কথা সাহিত্যিক অমিয়কুমার দাস স্মরণে সাহিত্য সভার আয়োজন করে কালিনগর সাবমেরিন ক্লাব। প্রায় ৩০ জন কবি ও সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করে কবিতা পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচু গোপাল মাঝি। অন্যান্য কবিদের মধ্যে ছিলেন বৃন্দাবন দাস, স্বপন কুমার মান্না, বসন্ত প্রামাণিক, মানস চক্রবর্তী, স্বাগতা দাস, বাচিক শিল্পী শুভাশিস খামারু, কুনাল মালিক, নাট্যকার শুভাশিস চক্রবর্তী প্রমুখ। সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাক্তার তরুণ রায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে বিগত চার বছর ধরে এই সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ডাক্তার রায় বলেন, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর ভাবে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হবে এবং অমীয় কুমার দাসের স্মরণে একটি সংকলন প্রকাশ করা হবে।

হাওড়া আমতার স্কুলে অভিনব 'পিঠেপুলি' ও 'ম্যাজিক' শো

দীপংকর মান্না : দিনক্ষণ অনুযায়ী পৌষ পার্বণ এখনও কয়েকদিন বাকি।তার আগেই পৌষ পার্বণের মজাদার পিঠেপুলি দেখা গেল হাওড়া আমতার উদং রামপদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নতুন বছরের ২ জানুয়ারি থেকে রাজ্য ব্যাপী শুরু হয়েছিল 'ছাত্র সপ্তাহ'। ৮ জানুয়ারি সপ্তাহান্তে এই 'পিঠে পুলি' ও 'খাদ্য মেলা' প্রর্দশনের আয়োজন করে নজর কাড়েন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কথামতো পৌষের রোদ গায়ে মেখে কৃতিকা, আরাদ্ধা, প্রত্যয়ন, সঙ্গিতা, সুহানা, সরিফা, সৌম্য, অস্মি, সৃজন ছাড়াও আরো ৫০জন ছাত্র ছাত্রী বাড়ি থেকে পিঠেপুলি এনে সাজিয়ে বসেছিল বিদ্যালয়ের বারান্দা ও হল ঘরে। বিনামূল্যে খেয়ে দেখার ব্যবস্থা ছিল সকলের জন্য। ছাত্র ছাত্রী ছাড়াও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পিঠে পুলি ছাড়া বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে ছিল নাচ, গান, ছবি আঁকা ব্যায়াম। এছাড়াও অভিভাবকদের নিয়ে সভা, পরিবেশ সচেতনতা, শিশু সংসদ গঠন। শেষ দিনে বিভিন্ন দিনের সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক প্রশান্ত ভৌমিক ও প্রাক্তন শিক্ষক প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। উদং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী রামপদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা ২৩০ জন। পিঠেপুলি উৎসবে আগত সকলকে স্বাগত জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বর্ণালী হাজরা ও সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকা নীলাঞ্জনা (মিত্র) বেরা, উজ্জ্বল জানা, হারাধন সেনাপতি ও সেখ ফাইম আহমেদ। একই দিনে আমতার থাকময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রর্দশিত হয় মজাদার 'ম্যাজিক' শো। আকর্ষণীয় 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতা সকলের নজর কাড়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সায়ন দে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। অভিনব এই 'পিঠেপুলি' ও মজাদার 'ম্যাজিক' শো দেখে খুশি এলাকার মানুষজন।

শান্তিনিকেতনে সৃজন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শান্তিনিকেতনের মাটিতে সৃজনী শিল্প গ্রাম মুক্ত মঞ্চে গত ৬ জানুয়ারি 'সমন্বয়ের'এর উদ্যোগে প্রায় ২৫টা দলের অগণিত শিল্পী নিয়ে বর্ণময় এক সৃজন উৎসব অসংখ্য মানুষের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে বহুদিন। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দর্শক ঠাসা সৃজনী শিল্প গ্রাম সাক্ষী হয়ে থাকল। এই মিলন উৎসব সমন্বয়ের পক্ষে এই আয়োজনের জন্য রাজীব চন্দ্র, সুভাশিস মাল সহ প্রমুখ আয়োজকরা প্রশংসার দাবি রাখে।

আঁতস কাঁচে

চ্যাম্পিয়ন টিটিতে

যেন গত বছরের রিপিট টেলিকাস্ট দেখলেন গোটা দেশের টেবিল টেনিস সমর্থকরা। আন্তঃরাজ্য অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জয় করল মহারাষ্ট্র। ফাইনাল ম্যাচে তারা হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল। এই ম্যাচটি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়। এই টুর্নামেন্টের শিরোপা মহারাষ্ট্র শেষপর্যন্ত তাদের কাছে ধরে রাখল। সোমবার হরিয়ানাকে ৩-০ ব্যবধানে তারা হারিয়ে দিয়েছে।

দীপার কামব্যাক

দীর্ঘ ৮ বছর পর জাতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকার। চোটে জেরবার হয়ে মারাত্মক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে দীপাকে। তবে ভুবনেশ্বরে জাতীয় সিনিয়র জিমনাস্টিক্সে নেমে ফের নিজের ছন্দে দীপা কর্মকার। রিও অলিম্পিক্সে চতুর্থ হওয়া দীপা ভুবনেশ্বরে জাতীয় জিমন্যাস্টের আসরে মহিলা অল অ্যারাউন্ড প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন। দীপার পাখির চোখ এখন একটাই, প্যারিস অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জন করা।

সফলতায় খয়রাশোল

৫ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি রাজ্যস্তরের ফার্স্ট আইকক্স স্টেট কিওকুশিন ক্যারাটে টুর্নামেন্ট ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে। প্রতিযোগিতায় ৮ থেকে ১০ বছর বয়সের মেয়েদের গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান পায় উপাসনা সুত্রধর। ৮ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেদের গ্রুপে রুদ্র ঘোষ পায় প্রথম স্থান। ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছেলেদের গ্রুপে রাজদীপ মণ্ডল পায় চতুর্থ স্থান। ৬ জন ছেলেমেয়ে খয়রাশোল এলাকা থেকে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৯টি জেলার সকল ইভেন্ট মিলে ১৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষক ছিলেন তৃতীয় ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট অলোক চ্যাটার্জী।

মোবাশির চেন্নাইতে

ইস্টবেঙ্গল এফসি জানুয়ারির দলবদলে তরুণ মিডফিল্ডার মোবাশির রহমানকে আপাতত ছেড়ে দিল। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয় মোবাশিরকে লোনে চেন্নাইন এফসি শিবিরে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ মরসুম পর্যন্ত তিনি তাদের সঙ্গেই থাকবেন বলে জানিয়ে দেয় চেন্নাইন এফসি। গত মরসুমে তিনি লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দেন। ১৩টি ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পান তিনি। তবে এই মরসুমে বেশি ম্যাচটাইম পাননি তিনি। মাত্র একটি ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পান ঝাড়খণ্ডের এই মিডফিল্ডার।

ইস্টবেঙ্গলে স্প্যানিশ

জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে দলকে শক্তিশালী করতে তপর ইস্টবেঙ্গল। সেই লক্ষ্যেই রিয়েল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, টটেনহ্যাম হটস্পার এবং জুভেন্টাসের মতো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা এই ফুটবলারকে দলে নিতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইয়াগো ফালক সিলভাকে সই করাতে চলেছে লাল হলুদ ব্রিগেড। আপাতত সুপার কাপের জন্য তাঁর নাম রেজিস্টার করা হচ্ছে সিভেরিওর জায়গায়।

সূর্যের হার্নিয়া

যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া। ফিল্ডিং করতে গিয়ে এমনিতেই চোটের সমস্যায় ভুগছিলেন, এবার জানা গেল অন্য সমস্যাও আছে সূর্যকুমার যাদবের। ফলে, ২২ গজে কবে ফিরবেন তা এখন অনিশ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে শেষ টি২০ ম্যাচে সেঞ্চুরি করলেও, ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান সূর্যকুমার। ভারতের এক ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রের খবর, বিসিসিআই সূত্রে জানা গেছে সূর্যকুমারের নাকি স্পোর্টস হার্নিয়া হয়েছে।

দু'দিনের জমজমাট ক্রিকেটে মাতল ঘোড়ানাশ

দেবাশিস রায় : দু'দিন ব্যাপী জমজমাট ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছিল ঘোড়ানাশ গ্রাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়ানাশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবারের ঘোড়ানাশ সুপার কাপ নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ৬ জানুয়ারি শনিবার। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় কাটোয়া বগলামুখি একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়। ঘোড়ানাশ বড়ো মাঠে আয়োজিত বাৎসরিক এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৮টি টিম অংশগ্রহণ করে। এবারের টিমগুলি হল কলকাতা ডি জে, কাটোয়া বগলামুখি একাদশ, ডিএসপি দাঁইহাট ইলেভেন, বর্ধমান প্যান্থার্স, সুমুরিয়া একাদশ, ঘোড়ানাশ একাদশ, করজগ্রাম ইলেভেন

স্টার, কাটোয়া স্করপিও কিং। ৭ জানুয়ারি রবিবার বিকেলে টানটান উত্তেজনার মধ্যে আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বে পাঁচ ওভারের খেলায় কাটোয়া বগলামুখি একাদশ ২ উইকেট হারিয়ে ৭৪ রান তোলে। সেই রানকে চ্যালেঞ্জ করলেও কলকাতা ডি জে সিমিত ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৭ রান তুলতে সক্ষম হয়।কাটোয়া বগলামুখি একাদশের দেবাশিস হাজরার ব্যাটে এদিন যেন রানের বন্যা বইছিল। তিনি মাত্র ১৬টি বল খেলে তাঁর ঝুলিতে ৩৮ রান তুলে নিয়ে দলকে একটা সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এককথায়, এদিনের চ্যাম্পিয়ন দলের নায়ক ছিলেন দেবাশিস হাজরা। প্রত্যন্ত গ্রামের ময়দান হলেও এখানের ক্রিকেট খেলাতেও ছিল কিছুটা শহুরে ছোঁয়া। শীতের আমেজে হাজার খানেক দর্শকদের হৃদয়ে দোলা দিতে ময়দানে হাজির ছিলেন চিয়ার লিডাররা। চার-ছয়-আউট হলেই মিউজিকের তালে তালে চিয়ার লিডাররা নেচে উঠে ক্ষণে ক্ষণে জমিয়ে দিচ্ছিলেন গ্রামীণ ক্রিকেটের আসর। খেলার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া থানার এস আই স্নেহাশিস চৌধুরী, দাঁইহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ লাল্টু পাণ্ডে, এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান হারু দাস প্রমুখ। ঘোড়ানাশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, ক্রীড়ামোদী সকলের সহযোগিতায় দীর্ঘদিন ধরেই এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে। এবারে ঘোড়ানাশ সুপার কাপ নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিজয়ী দলকে ২৫ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলকে ২০ হাজার টাকা সহ ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। শীতের দুপুরে মিঠেকড়া রোদ গায়ে মেখে গ্রামের মাঠে গিয়ে খেলা দেখার উত্তেজনায় নিজেকে শামিল করতে স্থানীয় বাসিন্দারা এই দু'দিনের জন্য বছরভর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। ঘোড়ানাশ গ্রামের বাসিন্দা ক্রীড়ামোদী গৌরনাথ চক্রবর্তী বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও খেলা দেখার আনন্দ উপভোগ করতে আশপাশের এলাকা থেকেও অসংখ্য মানুষ মাঠে ভিড় জমিয়েছিল।

চেয়ারম্যান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র

জয়দীপ মৈত্র : বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গঙ্গারামপুরে সূচনা হল চেয়ারম্যান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে চেয়ারম্যান কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে স্থানীয় একটি ক্লাব। ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে এদিন ক্লাবের উদ্যোগে সারা গঙ্গারামপুর শহর আদিবাসী নৃত্য ও এনসিসির ক্যাডারদের সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমা করে হাই স্কুল মাঠে এসে উপস্থিত হয়। পাশাপাশি এইদিন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ও দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি গ্যাস বেলুন উড়িয়ে এই চেয়ারম্যান কাপ ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবাস ভাওয়াল, গঙ্গারামপুর ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন ও ক্লাব কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত,যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে প্রতিবছর ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে গঙ্গারামপুরের চৈতালি ক্লাব। সেইমতো এবারেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করল

দক্ষিণ দিনাজপুর

ক্লাব কর্মকর্তারা। শনিবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হল ফুটবল টুর্নামেন্টের। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের হাই স্কুল মাঠে চৈতালী ক্লাবের চেয়ারম্যান ক্লাব দ্বিতীয় বছরের ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলা দেখতে এলাকার প্রচুর মানুষ ভিড় জমান মাঠ প্রাঙ্গনে যাদের প্রত্যেকের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

শৈলেন মান্না আকাডেমির ১৬ দলীয় স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন জেলার সেরা স্কুল দল নিয়ে প্রতি বছর ফুটবল টুর্নামেন্ট করে থাকে বেহালার পদ্মশ্রী শৈলেন মান্না ফুটবল অ্যাকাডেমি।' ১৫ বছরের এই আকাডেমি তাদের এই স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের নাম দিয়েছে গোল্ড কাপ। এই নিয়ে ৮বছরে পা রাখল গোল্ড কাপ। আগামী ১২ জানুয়ারি এই টুর্নামেন্ট শুরু । ফাইনাল ১৪ জানুয়ারি। ৪টি গ্রুপ করে মোট ১৬ টি স্কুল দল (অনূর্ধ্ব-১৫) এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে। এই দলগুলির মধ্যে অনেক দল আছে যারা সুব্রত কাপে খেলেছে। টুর্নামেন্টের খেলাগুলি হবে বেহালার পর্ণশ্রী গভর্মেন্ট কোয়ার্টার খেলার মাঠে। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব তাঁবুতে কোচ জহর দাস, অমিয় ঘোষ, কুন্তলা ঘোষদস্তিদার, প্রাক্তন ফুটবলার ইন্দ্রনাথ পালদের উপস্থিতিতে এই স্কুল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন শৈলেন মান্না ফুটবল আকাডেমির কর্তারা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আকাডেমির কার্যকরী সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি, সচিব গৌতম দাস, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পদ্মশ্রী শৈলেন মান্না ফুটবল অ্যাকাডেমি' তৈরিই হয়েছে শৈলেন মান্না, সুব্রত ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু রায়, সুজিত বসু,অমিয় ঘোষ, স্বপন ব্যানার্জিদের পরামর্শ নিয়ে। প্রত্যেক বছর বিভিন্ন জেলা থেকে ফুটবলার স্কাউট করে আকাডেমি চালানো হয়।

আদিবাসী মহিলা ফুটবল টিমকে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত জঙ্গলমহল এলাকায় আদিবাসী মহিলা ফুটবল টিমকে উৎসাহিত করতে আনুষঙ্গিক ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণ করা হল। এই উপলক্ষ্যে ৭ জানুয়ারি রবিবার সকালে জেলার সীমান্তবর্তী আউশগ্রাম থানার 'আল্পনা গ্রাম' লবনধার গ্রামে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলে ঘেরা লবনধার এলাকার প্রতিটি বাড়ির দেওয়াল নানা রঙে আঁকা ছবিতে সুসজ্জিত থাকায় ইতিমধ্যে পর্যটকরা এই গ্রামকে 'আল্পনা গ্রাম' নামে ডাকতে শুরু করেছেন। সেখানেই কিছুদিন আগে একটি অনূর্ধ্ব ১৯ আদিবাসী মহিলা ফুটবল টিম আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু, প্রত্যন্ত গ্রামের ছাপোষা মানুষগুলি যেখানে ন্যূনতম রুজিরোজগারের তাড়নায় সর্বক্ষণ ছুটছে সেই পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েদের কাছে খেলাধুলার সরঞ্জাম কেনাটা কার্যত বিলাসিতা মাত্র। এরকমই পরিস্থিতিতে লবনধার এলাকার ওই ফুটবল টিমের

দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে এল একাধিক সংস্থা। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা অর্ণব ঘোষ বলেন, এদিন অনূর্ধ্ব ১৯ আদিবাসী ফুটবল টিমের সদস্যদের হাতে জার্সি, স্পাইক, সিনগার্ড প্রভৃতি তুলে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই টিমটি বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলে ক্রীড়ামোদীদের নজর কেড়ে নিয়েছে। এদের নিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারিতে কয়েকটি ফুটবল ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

তিনদিনের ব্যবধানে বুড়ো নেকড়ের পিছু নিলেন কাইজারও

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র তিনদিনের ব্যবধান। এর মাঝেই বিদায় নিলেন বিশ্বকাপজয়ী দুই কিংবদন্তি। ব্রাজিলের ফুটবলের 'বুড়ো নেকড়ে' মারিও জাগালোর পর বিদায় নিলেন জার্মান ফুটবলের 'কাইজার' ফ্র্যাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। দুজনই ছিলেন নিজের নিজের দেশের ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যতম। গত ৫ জানুয়ারি ৯২ বছর বয়সে অন্যলোকে পাড়ি জমান মারিও জাগালো। ব্রাজিলের হয়ে দুটি বিশ্বকাপ জেতা এই ইনসাইড ফরোয়ার্ডের বড় পরিচয় অবশ্য কোচ হিসেবেই। ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা কোচ মানা হয় তাঁকে। তাঁকে ব্রাজিল ফুটবলের ক্রাইসিস ম্যানও বলা চলে। যখনই ব্রাজিলের ফুটবল পথ হারিয়েছে, এগিয়ে এসেছেন জাগালো। কখনো কোচ হিসেবে তো কখনো কো-অর্ডিনেটরের ভূমিকায়। ব্রাজিলের জন্য জাগালো যা, বেকেনবাওয়ার জার্মানির জন্য তার চেয়েও বেশি। ফুটবলার হিসেবে এই জার্মান জাগলোর চেয়েও অনেক বড়। ফুটবল ইতিহাসের সর্বকালের সেরাদের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেই থাকবে বেকেনবাওয়ারের নাম। তাকেই ফুটবল ইতিহাসের সেরা ডিফেন্ডার মানা হয়ে থাকে। তবে ফুটবলার পরিচয়েই বেকেনবাওয়ারকে আটকে ফেলা যাবে না। তার দারুণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক দিয়ে রীতিমতো ফুটবলকেই বদলে দিয়েছেন তিনি। 'লিবেরো' বা 'সুইপার' রোলে খেলার মাধ্যমে প্রথাগত রক্ষণকৌশলকে বদলে আরও আধুনিক করেছেন ফুটবলকে। ফুটবলের পাওয়ারহাউস হিসেবে জার্মানির উত্থানে বড় ভূমিকা বেকেনবাওয়ারের। কোচ হিসেবেও ছিলেন সেরাদের কাতারে। জার্মান ফুটবলে তার বহুমুখী অবদান ও প্রভাবের কারণেই তো 'কাইজার' বা সম্রাট উপাধিটা এমন চমকারভাবে মানিয়ে গেছে তার সঙ্গে।এক জায়গায় জাগালো আর বেকেনবাওয়ারের মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জেতার দুর্লভ রেকর্ড আছে দুজনেরই। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপ জেতা জাগালো ১৯৭০ এর বিশ্বকাপে কোচ হিসেবেও ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতান। পেলের মতো ব্রাজিলের প্রথম তিন বিশ্বকাপ শিরোপায় অবদান জাগালোরও। আর তিনিই প্রথম খেলোয়াড় যিনি কোচ হিসেবেও বিশ্বকাপ জিতেছেন। একটা সময় পর্যন্ত যে রেকর্ডটাকে অলঙ্ঘনীয়ই মনে করা হতো। জাগালোর সঙ্গে বেকেনবাওয়ারের মিলটা এ জায়গাতেই। খেলোয়াড় ও কোচের ভূমিকায় বিশ্বকাপ জেতা দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ফ্র্যাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৭৪ সালে বিশ্বকাপ জেতেন এই জার্মান। এরপর ১৯৯০ সালে দিয়েগো মারাদোনার টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন ভেঙে খানখান করে কোচ হিসেবেও জার্মানিকে ট্রফি জেতান বেকেনবাওয়ার। ভাগ বসান জাগালোর রেকর্ডে। একদিক দিয়ে তো এই ব্রাজিলিয়ানকেও ছাড়িয়ে যান বেকেনবাওয়ার। খেলোয়াড় ও কোচের ভূমিকার পাশাপাশি অধিনায়ক হিসেবেও বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। ১৯৭৪ বিশ্বকাপে জার্মানির আর্মব্যান্ড তো কাইজারের হাতেই ছিল।

দুই কিংবদন্তির মিল তাদের বিদায়েও। মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে চলে গেলেন দুজনই। ৮ জানুয়ারি জার্মানি এবং বায়ার্ন মিউনিখ কিংবদন্তি ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে রেখে গেলেন মোট পাঁচটি বিশ্বকাপ। দল হিসেবে শুধু ব্রাজিলেরই আছে এতোগুলো বিশ্বকাপ!

তিতাসের প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা ভিডিও কল, তা ম্যাচ সেরার পুরস্কারের চেয়েও যেন মূল্যবান! অনেক বেশি অনুপ্রেরণার। ঝুলন গোস্বামীর শূন্যস্থানটা যেন ভরাট করে দিচ্ছেন চুঁচুড়ার মেয়ে তিতাস সাধু। ভারতীয় দলের হয়ে একের পর এক সাফল্য। সদ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচেও ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। তবে তিতাসের কাছে বড় প্রাপ্তি এমন পারফরম্যান্সের পরই ঝুলন গোস্বামীর ভিডিও কল! ম্যাচ শেষে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাই সাক্ষাকার নেন ভারতীয় পেসার তিতাস সাধুর। সেখানেই মান্ধানা তিতাসকে বলেন, ঝুলন গোস্বামীকে ভিডিও কল করার জন্য। তাতেই ঝুলন গোস্বামী প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তিতাসের। তিতাস জানান, তাঁর প্রিয় ঝুলুদির সঙ্গে আলাপ ১৩ বছর বয়সে। প্রথম থেকেই ঝুলন তাঁকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা আজও মেনে চলেন তিনি। তিতাস আরও বলেন, আমরা যারা বাংলা থেকে খেলি তাঁদের প্রত্যেকের জীবনে ঝুলন গোস্বামীর অবদান অনেক।'

চুঁচুড়ায় রাজ্য কবাডিতে হুগলি চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল অ্যামেচার কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আন্তঃরাজ্য নক আউট অনূর্দ্ধ ২০ বছর বয়সের এবং ৭০ কেজি ওজন ভিত্তিক কবাডি প্রতিযোগিতা দু'দিন ধরে (৩-৪ জানুয়ারি) চুঁচুড়া যুব সংঘ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ছেলেদের ১৪টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন কবাডি খেলার উদ্বোধন করেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত রমা সরকার। দ্বিতীয় দিন বিকালে ছেলেদের বিভাগে হুগলি সহজেই উত্তর ২৪ পরগনাকে ২০-৪৪ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। কোর্টে হুগলির ছেলেদের যথেষ্ট দাপট ছিল। রানার্স হয় উত্তর ২৪ পরগনা। অন্যদিকে, নৈহাটি স্টেডিয়ামে মেয়েদের বিভাগে চন্দননগর চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স উত্তর ২৪ পরগনা। এছাড়া হুগলি তৃতীয় স্থান পায়। ফাইনালে হুগলির সেরা রিডার রাকেশ কর্মকার ও বেস্ট ক্যাচার কুশল চৌধুরী হয়। এখান থেকে বাছাই করে আগামী ফেব্রুয়ারিতে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে বাংলা জাতীয় দল রওনা দেবে। এদিন পুরস্কার বিতরণী

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অ্যামেচার কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামল কুমার বসু, অল ইন্ডিয়া কবাডি ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রদীপ হালদার, ভারতের কবাডির অর্জুন প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত, রেলের প্রাক্তন জাতীয় কবাডি খেলোয়াড় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। এবং জাতীয় কবাডি খেলোয়াড় ও কোচ তুষারকান্তি কামলে প্রমুখ।

রঞ্জিতে প্রথম ম্যাচে বাংলার এল ১ পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা বাংলার। অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে প্রথম ম্যাচেই ১ পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল বাংলাকে। অনুষ্টুপ মজুমদারের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে ৪০৯ রান করে বঙ্গ ব্রিগেড। মাত্র ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন এদিনই অভিষেক হওয়া সৌরভ পাল। এছাড়াও বাংলা দলে আরও ২ জনের অভিষেক হয়। তাঁরা হলেন শ্রেয়াংশ ঘোষ ও মহম্মদ শামির ভাই মহম্মদ কাইফ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৪৫ রান করে ফেলে অন্ধ্রপ্রদেশ। বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধে যখন অন্ধ্রপ্রদেশ একের পর এক উইকেট হারাতে থাকছিল, ঠিক সময়েই মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাটিং করে গেলেন রিকি ভুঁই। তাঁর একক দক্ষতায় প্রথম ইনিংসে বাংলার রান ছুঁয়ে ফেলে অন্ধ্র। শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করলেন রিকি। তাঁকে সঙ্গ দিলেন নীতিশ রেড্ডি ও শোয়েব মহম্মদ খান। নীতিশ করেন ৩০ রান। শোয়েবের ব্যাট থেকে আসে ৫৬ রান। রিকি একাই ১৭৫ রান করে দেন। তৃতীয় দিনের শেষে ৭০ রানে এগিয়ে ছিল বাংলা। চতুর্থ দিন দ্রুত উইকেট ফেলতে পারলে একটা সুযোগ ছিল লিড নেওয়ার। কিন্তু রিকি তা হতে দেননি। ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ব্যাটিং করে গেলেন রিকি। ইনিংসে ২৩টি চার ও একটি ছক্কা হাঁকান তিনি।

শুটিংয়ে জোড়া শিরোপা ছিনিয়ে নজির গড়ল আকাশলীনা মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইছাপুরের শ্যুটার আকাশলীনা মজুমদার শুরু করে পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতোই। তবে তার উড়ানটা আর পাঁচজনের মতো নয় মোটেই। উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর হয়ে মেয়েটার পা বাড়তে বাড়তে রাজ্য ছাপিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে দেশের রাজধানী। নিউ দিল্লিতে জাতীয় শ্যুটিংয়ে ২০১৯ সাল থেকে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শ্যুটার পিপ সাইট শ্যুটিং অনুশীলন শুরু করেন। বাংলার এই মহিলা শ্যুটার ২০২১ সালে আসানসোলে রাজ্য শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় জোড়া স্বর্ণপদক ও জোড়া রৌপ্যপদক জেতেন। এরপর ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ওপেন এয়ার শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে হাওড়াতে ৫টিতে গোল্ড পেয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত স্কোর করেন ৩৪৫ পয়েন্ট। তার নজর কাড়া পারফরম্যান্সের ভিত্তিকে আশা রাখছেন রাজ্য ও দেশকে আরও পদক এনে দিতে পারবেন।

প্রসঙ্গত দিল্লিতে (২০২৪ সাল) নতুন

বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ট্রায়ালে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। আকাশলীনার এই সাফল্যে খুশি তার মা সঙ্গীতা মজুমদার। উল্লেখ্য, সঙ্গীতাদেবী একজন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী। বাবা পার্থ সারথি মজুমদার উত্তর ২৪ পরগণার নোয়াপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ। তাঁরা থাকেন পুলিশ কোয়ার্টারে। পার্থবাবু বলেন, খেলাধূলার প্রতি ওর ভালবাসা দেখে ওকে কিছু বিষয়ে নজর দিতে বলি, আজ ও সফল হয়েছে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। আগামীতে আরও সাফল্য পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আকাশলীনা সল্টলেকে এমেটি ইউনির্ভাসিটির তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। অথচ মাত্র ১৯ বছর বয়সে সে বহুমুখী প্রতিভার খেলোয়াড় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম দিকে ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট অধিকার করে। পাশাপাশি ড্রইংয়ে ও জল রংয়ের ছবিতে পারদর্শিতা রয়েছে। শ্যুটিংয়ে তার প্রশিক্ষক নিউটাউনে ট্রেনিং সেন্টারের প্রাক্তন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার। তবে শ্যুটিংয়ে সাফল্য পাওয়ায় বাড়িতে সমর্থন পাচ্ছেন। তার মা বিভিন্ন জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র সঙ্গী। একটু একটু করে শ্যুটিংয়ের প্রতিটি সোপান যেভাবে উঠে আসছে তাতে মনে হচ্ছে আকাশলীনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

শীতকালীন ক্যারাটের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরে অবস্থিত মিলনী ক্লাব প্রাঙ্গনে শীতকালীন একদিন ব্যাপী ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের মিলনে ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও রঘুসেইসিনকায়সিত -রিউ ক্যারাটে- ডু একাডেমির উদ্যোগে তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই ইনস্টিটিউটের চিফ ইন্সট্রাক্টর তথা কর্ণধার রঘুনাথ পালের প্রচেষ্টায় প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও শীতকালীন ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর সহ মালদা জেলার প্রায় ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত বিশেষ অতিথি তথা ক্যারাটে এই ইনস্টিটিউটের প্রধান ইন্সট্রাক্টর হাসি প্রেমজি সেন, গঙ্গারামপুর বেলবাড়ি কাদিহাট উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ পার্থ

সরকার, গঙ্গারামপুর রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চয়ন হোড়, বিশিষ্ট সাংবাদিক বিপ্লব হালদার সহ এলাকার আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অভিভাবকরা। এই বিষয়ে কলকাতা থেকে আগত প্রধান অতিথি তথা ইন্সট্রাক্টর প্রেমজি সেন ও গঙ্গারামপুর সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই ইনস্টিটিউটের কর্ণধার তথা চিফ ইন্সট্রাকটর রঘুনাথ পাল জানান, মূলত প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে শীতকালীন একদিনব্যাপী ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে খেলাধুলা শরীর চর্চার পাশাপাশি আত্মরক্ষার জন্য এই ক্যারাটে শেখা অতি প্রয়োজন বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের এই উদ্যোগ। পাশাপাশি আমরা বার্তা দিতে চাই সকলে এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণের মধ্যে শরীরকে চাঙ্গা রাখতে এগিয়ে আসুক এবং আত্মরক্ষার কৌশল শিখে নিজে এবং অন্যদের পাশাপাশি পরিবারের লোকজনকে রক্ষা করুক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com